Business News

বিজিএমইএ সভাপতির দায়িত্ব নিলেন ফোরাম নেতা আনিসুল হক

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ফোরাম নেতা আনিসুল হক গত ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার বিজিএমইএ-এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জনাব হকসহ পাঁচ অফিস বেয়ারার্স নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তারা পরিচালনা পর্ষদে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

বিজিএমইএ-এর নতুন পাঁচ অফিস বেয়ারার্স হলেন- সভাপতি আনিসুল হক, প্রথম সহ সভাপতি আবদুস সালাম, দ্বিতীয় সহ সভাপতি আলমগীর রহমান, সহ সভাপতি এম গোলাম ফারুক এবং সহ সভাপতি (অর্থ) আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)।

গত বছরের ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফোরাম সম্মিলিত পরিষদের যৌথ প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে। তার আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দুটি সংগঠন ২০০৫ সালকে মোকাবিলার জন্য যৌথ প্যানেলে নির্বাচন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। নির্বাচনে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল ঐক্যজোট নানা ঘটনার পর শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দিয়ে নির্বাচন বর্জন করে। অপরদিকে রেকর্ড পরিমাণ প্যানেল ভোট পেয়ে যৌথ প্যানেল বিজয়ী হয়। নির্বাচনের আগেই সিদ্ধান্ত হয় নির্বাচনের পর এক বছর সম্মিলিত পরিষদ এবং এক বছর ফোরাম বিজিএমইএ পরিচালনা করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম বছর সম্মিলিত পরিষদ বিজিএমইএ পরিচালনা করে। এক বছর দায়িত্ব পালন শেষে সম্মিলিত পরিষদের দলনেতা বিজিএমইএ বিদায়ী সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান বৃহস্পতিবার ফোরামের কাছে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। বিদায়ী অপর অফিস বেয়ারার্স হলেন- প্রথম সহসভাপতি এসএম নুরুল হক, দ্বিতীয় সহসভাপতি জিন্নাত আলী মিয়া, সহসভাপতি শফিউল ইসলাম এবং সহসভাপতি (অর্থ) মহসিন উদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, দুটি দলের সমঝোতার মাধ্যমে এ ধরনের দায়িত্বভার গ্রহণ তৈরি পোশাক শিল্পে এই প্রথম। এতে বাণিজ্য সংগঠনের ইতিহাসে নতুন ধারার সৃষ্টি হলো।

রিকন্ডিশন গাড়ির মুল্য আরেক দফা বৃদ্ধি

বিগত বাজেটে ১৫ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ এবং ডেপ্রিসিয়েশন (অবচয় প্রথা) তুলে দেয়ার পর দেশে রিকন্ডিশন গাড়ির ব্যবসায় চরম অবনতি ঘটে। এরপর গত ১৪ মার্চ নতুন করে আরোপ করা হয়েছে কার ও জীপে ওপর আরও ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরি শুল্ক। এরপর রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি ও বাজারজাতকরণে ধস নামবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নতুন করে রেগুলেটরি শুল্ক আরোপের পর ইতোমধ্যেই কারপ্রতি ২৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা ও জীপের ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা মুল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানিকারকদের সূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে, বর্তমান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন গাড়ি আমদানিকারকদের একটি চক্র কৌশলে দেশে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট থাকার জের হিসেবে এসব ঘটছে। এর ফলে দেশে পরিবেশ বান্ধব রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। অত্যধিক মুল্যের কারণে ক্রেতাদের বিশাল একটি অংশ তাদের চাহিদা মিটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। অপরদিকে চলতি অর্থবছর রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি খাতে সরকার মোটা অঙ্কের রাজস্ব প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হবে। সূত্র জানায়, চলতি অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণাকালে রহস্যজনকভাবে ১৬শ সিসির ওপরে সব ধরনের রিকন্ডিশন্ড কার আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। অথচ নতুন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। অপরদিকে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিতে পিএসআই (প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন) সুবিধা নেই। অথচ নতুন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে এ সুবিধা রাখা হয়েছে। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিকারকদের সংগঠন বারভিটা সূত্রে বরাবরই অভিযোগ রয়েছে, নতুন গাড়ি আমদানিতে পিএসআই সুবিধা থাকার কারণে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এ জাতীয় গাড়ি আমদানি হচ্ছে এবং এতে সরকার হারাচ্ছে মোটা অঙ্কের রাজস্ব।

উল্লেখ্য, নতুন গাড়ি আমদানিকারকদের পক্ষের চাপের মুখে সরকার ২০০১-২০০২ অর্থবছর বাজেট ঘোষণাকালে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

তামাক পাতা ক্রয়ে আইটি ব্যবহার

কনভেয়ার লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির চমকপ্রদ কর্মকা সবিস্ময়ে দেখছিলেন তাঁরা। বিস্ময়ের সঙ্গে এক ধরনের আত্মপ্রসাদের তৃপ্তির ছাপও ছিল তাঁদের চোখে মুখে কারণ পুরো ব্যপারটাই করা হয়েছে তাঁদের জন্য; করেছেও তাঁদেরই কোম্পানি। অর্থাৎ মোটের ওপর তাঁদের কাছে এটা এখন বেশ গর্বের বিষয় যে তামাক বেচাকেনার পুরো প্রক্রিয়াটি এখন কম্পিউটারে চলে- তাঁদের কোম্পানি বিএটিতে।

তৈয়ব আলীর এ কথাতেই সেই গর্ব ও তৃপ্তির রেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার ফুলবাড়িয়া গ্রামের একজন কৃষক। এ বছর চার একর জমিতে তামাক চাষ করেছিলেন, ফসল বিক্রি করতে এসেছিলেন বিএটিবির চেঁচুয়া ডিপোতে। আগে থেকেই তাদের জানানো হয়েছিল যে, এবার থেকে বিক্রির পুরো প্রক্রিয়া চলবে কম্পিউটারে। ব্যাপারটা কেমন আগেই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, খুব সহজ। পাতার গাঁট ক্রয় কেন্দ্রের সেডে প্রথমে সারি দিয়ে রাখতে হবে। এরপরে কোম্পানির পক্ষ থেকে সেখানে একটি ট্যাগ লাগানো হবে। এখানে কৃষকের কোম্পানির কর্মকর্তাদের সামনে আসবে। এরিয়া ম্যানেজার খন্দকার আবদুল মতিনের হাতে ছোট্ট একটি যন্ত্র। একটি বড় ধরনের মোবাইল ফোনের মতো এবং সরু একটি কাঠি। ঐ যন্ত্র তিনি ট্যাগের সামনে ধরবেন। একদিকের সেলাই কেটে একমুঠো পাতা নিয়ে যন্ত্রটি ধরবেন পাতার ওপর। ঐ সরু কাঠি দিয়ে যন্ত্রের কয়েকটি বোতামে একটু হাল্কা খোঁচা দেবেন গাঁট চলে যাবে একটি পেন্টে। সেখান থেকে ক্রমশ গুদামের ভেতরে। মজার ঘটনা হচ্ছে, কৃষকদের সামনেই ছাঁটে টাঙ্গানো আছে একটি টিভি। সেখানে যার গাঁট যখন আসছে তার ছবি উঠছে ভেসে। সঙ্গে নম্বর; আর ঐ যে যন্ত্রটি পরীক্ষা করছে তামাকের সেই রিপোর্ট অর্থাৎ তামাকের গ্রেড কত। গাঁটের নম্বর কত, ওজন কত, কত দাম ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিটি চাষীর এ নিয়ে কোন প্রশ্নই আর থাকছে না। সরকারী নির্ধারিত আটটি গ্রেড আছে তামাকের- আছে প্রতি গ্রেডের নির্ধারিত দাম। সেটিও স্পষ্ট লেখা আছে বোর্ডে। কোন গ্রেডে কত গাঁট। মোট ওজন কত! দাম কত। সব হিসাব তাদের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠেছে টিভির পর্দায়। কাউন্টার থেকে দেয়া হচ্ছে কম্পিউটার টাইপ করা প্রিন্ট। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়- মাত্র কয়েক মিনিটে। হাসি মুখে বাড়ি যাচ্ছে তাঁরা। কারণ কোম্পানিই তাঁদের নামে ব্যাংকে একাউন্ট খুলে দিয়েছে। টাকা সেখানে জমা হয়ে যাচ্ছে। যখন ইচ্ছা চেক দিয়ে তুলে নিতে পারবেন। টাকা যে জমা হয়েছে ঐ স্লিপ হচ্ছে তার প্রমাণ।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

রিকন্ডিশন গাড়ির মুল্য বৃদ্ধি............উপড়ের পৃষ্ঠার পর

এ ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলন ও আলোচনা-সমালোচনার প্রেক্ষিতে সরকার পরবর্তীতে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি দু বছরের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। যা চলতি অর্থ বছর শেষে সম্পন্ন হবে। এরই মধ্যে ঘোষিত আমদানি নীতিতে সরকার ৪ বছরের অধিক পুরনো নয় এমন রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিকারকদের ধারণা, সরকার দু বছরের জন্য রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির যে সুযোগ দিয়েছে সে বিধি নিষেধ আর থাকবে না। অথচ রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি যাতে নিরুৎসাহিত হয় এবং এ ধরনের গাড়ি যাতে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় তা নিয়ে চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। বারভিডা সুত্রমতে, এর ফলশ্রুতিতে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিতে ১৫ শতাংশ সাপিমেন্টারি ট্যাক্স আরোপ ও ডেপ্রিসিয়েশন প্রথা তুলে দেয়া হয়েছে। অর্থবছরের ৯ মাসের মাথায় নতুন করে আরোপ করা হয়েছে আরও ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরি ট্যাক্স। অবশ্য এ ট্যাক্স নতুন গাড়ি আমদানিতে বলবত করা হয়েছে।

সোনারগাঁও হোটেলের প্যান প্যাসিফিক গ্রুপের সেরা পুরস্কার লাভ

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ২০০৩ সালে তার সেরা পারফরম্যান্সের জন্য বিশ্বব্যাপী প্যান প্যাসিফিকের ২২ হোটেলের মধ্যে বেস্ট ইমপ্রুভড হোটেল এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। হোটেল সোনারগাঁও প্যান প্যাসিফিক গ্রুপের মধ্যে ১৫তম স্থান থেকে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। সিঙ্গাপুর প্যান প্যাসিফিকের কর্পোরেট অফিসে সম্প্রতি সোনারগাঁও হোটেলের জিএম গ্র্যান্ট জে, গ্যাসকিনের কাছে পুরস্কার হস্তান্তর করেন প্যান প্যাসিফিক হোটেলস এ্যান্ড রিপোর্টার প্রেসিডেন্ট ইচিগো উমেহেরা। উন্নতমানের সেবা, তুলনামূলক বেশি রাজস্ব আদায় ও কমিউনিটি কেয়ারের জন্য। হোটেল সোনারগাঁওকে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

আমদানী রফতানি লাইসেন্সের জন্য অনলাইন পদ্ধতি

আমদানি-রফতানি লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু হচ্ছে। সরকার আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সুত্র জানিয়েছে।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

তামাক পাতা ক্রয়ে আইটি.............উপড়ের পৃষ্ঠার পর

অবশ্য এই কাগুজে প্রমাণের ওপর যতটা না আস্থা তার চেয়েও ঢের বেশি আস্থা এখন চাষীদের তাদের কোম্পানির প্রতি। কারণ দৌলতপুরের চাষী আবদুল ওয়াহাব বললেন- আমার পোশাক আশাক দেখে কি চাষী মনে হয় আমাকে। এই কোম্পানির জন্যই অবস্থা ফিরেছে আমাদের। আমাদের তারা চাষী মনে করে না। কোম্পানি আমাদের বিজনেস পার্টনার মনে করে। আস্থা এ কারণেই মনে হলো এত দৃঢ়।

তো এই পার্টনারদের কাছে তামাক কেনার ব্যাপারটা আরও গ্রহণযোগ্য স্বচ্ছ সহজ করার পাশাপাশি নিজের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে গতিশীল এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো শুধু আমাদের দেশে নয় ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে তামাক ক্রয়ের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ব্যাট লিফ নামের এই প্রকল্প।

চলতি বছরের তামাকপাতা ক্রয় শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়ায়। খুবই অনাড়ম্বর, একেবারেই ঘরোয়াভাবে এর উদ্বোধন করেছেন বিএটিবির এমডি স্টিফেন ডেইনটিথ গত ১৪ মার্চ কুষ্টিয়ার চেচুয়া আঞ্চলিক ক্রয় কেন্দ্র। ডিএমডি গোলাম মাইনুদ্দিন হেড অব কোরা মাহমুদুর রহমান, হেড অব লিফ অপারেশন এজাজ আহমেদ চৌধুরী, স্ট্র্যাটেজিক পস্নন ম্যানেজার গোলাম ফারুক খান, বিভাগীয় ম্যানেজার মতিন সরকার, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আখতার আনোয়ার খান, মিডিয়া রিলেশন ম্যানেজার আহমদ মনীর হাসানসহ কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন সে সময় চাষীদের সঙ্গে।

ব্রিটেনে এশীয় ধনীদের তালিকায় তিন বাংলাদেশী

ব্রিটেনের ৩শ এশীয় ধনী ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের মোট স্পদের পরিমাণ ১৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন পাউন্ড। গত বছরের চেয়ে তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে ৬ বিলিয়ন পাউন্ড। ধনীদের এ তালিকার শীর্ষে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত লক্ষ্মী মিতাল। তার সম্পদের পরিমাণ ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন পাউন্ড। এর আগের বছর তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ১ বিলিয়ন পাউন্ড। এশীয় ধনীদের তালিকায় এবার ৩ জন বাংলাদেশীর নাম এসেছে। বাংলাদেশী ধনীদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন এবারও ইকবাল আহমদ। এশীয় ধনীদের তালিকার সার্বিক অবস্থানে তিনি ১৭তম স্থান দখল করে আছেন। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৯৩ মিলিয়ন পাউন্ড।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

আমদানি রফতানি লাইসেন্স...........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

বর্তমান পদ্ধতিতে আমদানি-রফতানির জন্য লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা হয়রানির শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের দাবি জানিয়ে আসছে। এ পরিস্থিতিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনলাইন পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আশা করছেন এর ফলে হয়রানি কমবে এবং গোটা প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজতর হবে।

রেন্ট-এ-কারের জমজমাট ব্যবসা

খুলনা মহানগরীসহ উপজেলা সদরে রেন্ট-এ-কারের ব্যবসা জমজমাটভাবে চলছে। আনন্দ ভ্রমণ, পিকনিক, বিয়ে, বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান, অসুস্থতাজনিতকারণ; এমনকি দৈনন্দিন জীবনের জরুরী কাজে রেন্ট-এ-কার এখন অতীব প্রয়োজনীয় বাহন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। যা এক সময় ছিল চিন্তারও অতীত। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ধনী-গরীব, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সবার কাছেই এখন রেন্ট-এ-কার নামক এ ইংরেজী শব্দটি সমান পরিচিত। প্রায় দেড়যুগ ধরে ভাড়ার গাড়ির প্রয়োজন মেটাতে রেন্ট-এ-কার খুলনা মহানগরীসহ এ অঞ্চলের নাগরিক জীবনে গতির সঞ্চার করে চলেছে। তবে নিয়ন্ত্রণহীন, শৃঙ্খলা, ফিটনেসবিহীন অনেক গাড়ি সমস্যাও সৃষ্টি করছে প্রচুর। অনেকে এই যানটিকে মৃত্যুর ফাঁদ হিসেবেও অখ্যায়িত করে থাকেন। রেন্ট-এ-কার ব্যবহারে নিয়মিত আয়কর, ট্যাক্স, ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও উপেক্ষা করা হচ্ছে এসব। মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনদিন। চোরাচালান সিন্ডিকেটের সদস্যরা নির্বিঘ্নে কাজ করে এই গাড়িতে। সেই সাথে ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীরাও রেন্ট-এ-কারের গাড়ি ব্যবহার করছে স্বাচ্ছন্দে। শুধু যে ঐ সকল কাজেই রেন্ট-এ-কার ব্যবহার হয় তা নয়। খুলনাঞ্চলের চিংড়ি পরিবহনেও রেন্ট-এ-কারের গাড়ি গুরুত্বের সাথে ব্যবহার হয়। এ গাড়িতে করে শহর থেকে নানারকম পণ্যও বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলোতে। খুলনা মহানগরীর ময়লাপোতা, শিববাড়ি, সাতরাস্তার মোড়, সিমেট্রি রোড, প্রেস ক্লাব সংলগ্ন মির্জাপুর রোড, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়, খালিশপুর নতুন রাস্তার মোড়, বায়রা, রূপসা, নিরালা, ফুলবাড়ি গেটসহ নগরীর বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মত এ ব্যবসা জমজমাটভাবে চলছে।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্রিটেনে এশীয় ধনীদের তালিকায়.......উপড়ের পৃষ্ঠার পর

এর আগের বছর তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯৭৬ সালে তিনি ইকবাল ব্রাদ্রার্সের মাধ্যমে ফুড সাপাইয়ার্স হিসেবে ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু করেছিলেন। এরপর তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ব্যবসা ক্ষেত্রে একের পর এক সাফল্য তাঁর হাতে ধরা দিয়েছে। ১৯৯১ সালে তিনি ফ্রোজেন ফুড প্রসেসিং কোম্পানি সি-মার্ক প্রতিষ্ঠান করেন। ইতিমধ্যে তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সিফুড প্রসেসিংয়ের জন্য একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া ম্যানচেস্টারে ইকবাল আহমদের ৫০০ সিটের একটি থাই রেস্টুরেন্ট রয়েছে। বাংলাদেশী ধনী হিসেবে মুকিম আহমদের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। তিনি এশীয় হিসেবে ৪৮ তম অবস্থানে রয়েছেন। ফল ব্যবসায়ী মুকিম আহমেদের সম্পদের পরিমাণ ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড। এর আগের বছর তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৪ মিলিয়ন পাউন্ড। মুকিম আহমেদ ১৯৭৪ সালে পড়াশোনার জন্য ব্রিটেনে আসেন। প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন সাউথ ইস্ট লন্ড কলেজে। কিন্তু ব্রিটেনে এসে তিনি বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী রফতানি করতে শুরু করেন। এরপর থেকেই তাঁর সাফল্যের যাত্রা শুরু হয়। এ সময় তিনি কিনে নেন ব্রিকলেনের নাজ সিনেমা হল। প্রতিষ্ঠা করেন মিলফা ট্রাভেলস এবং একই ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা। ১৯৯৬ সালের শেষ দিকে তিনি শুরু করেন রেস্টুরেন্ট ব্যবসা। ব্রিকলেনে ক্যাফে নাজ নামে একটি ভিন্নধর্মী বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট খোলেন। এরপর গত সাত বছরে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ক্যাফে নাজের ৬টি শাখা খোলেন। বর্তমানে তিনি এশিয়ান ফুড ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন।

বাংলাদেশী অন্য ধনী ব্যক্তি হচ্ছেন ইউরো ফুডের মালিক সেলিম হোসেন (৩১)। কার্ডিফে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করে সেলিম হোসেন এ লেভেলে পড়াশোনা চালিয়ে যান। স্থানীয় একটি সি ফুডের সাপায়ার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেলিম রেস্টুরেন্টে সিফুড ডেলিভারির একটি সুযোগ দেখে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে সেলিম হোসেনের সম্পদের পরিমাণ ৪ মিলিয়ন পাউন্ড।

এশীয় ধনীদের এ তালিকা প্রকাশ করেছে রেডিও স্টেশন সানরাইজ রেডিও। গত ৩১ মার্চ তারা এ তালিকা প্রকাশ করে। আর এ তালিকা সমন্বয় করেছেন ব্রিটেনের প্রভাবশালী পত্রিকা সানডে টাইমসের ধনীদের তালিকা প্রণয়নকারী ড. ফিলিপ বেরেসফোর্ড।

রেন্ট-এ-কারের জমজমাট ব্যাবসা.....উপড়ের পৃষ্ঠার পর

বন্দর যেতে ভাড়া লাগে দেড় হাজার টাকা। খুলনা থেকে ঢাকার ভাড়া সাড়ে ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা ও চট্টগ্রামের ভাড়া প্রায় ৭ হাজার টাকার মতো। এছাড়াও বরিশালে রেন্ট-এ-কারে যেতে ২২শ থেকে ২৫শ টাকা ভাড়া লাগে।

যতই গুরুত্বপুর্ণ হোক না কেন, আইনের চোখে প্রচলিত রেন্ট-এ-কারের ব্যবসা পদ্ধতি অবৈধ। মোটর ভেহিকেলস অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩, দি হাইওয়েজ এ্যাক্ট ১৯২৫, বিআরটিএ'র বিধিবিধান, এমনকি খুলনা মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর সংশিষ্ট অনেক গুরুত্বপুর্ণ শর্ত পুরণ না করে অধিকাংশ রেন্ট-এ-কার ব্যবসায়ী বছরের পর বছর ধরে এ ব্যবসা চুটিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নির্ধারিত হলুদ-কালো ও সাদার ভিতর কালো রংয়ের নাম্বার পেট, রোড পারমিটসহ অনেক শর্তই চরমভাবে হচ্ছে উপেক্ষিত। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে রেন্ট-এ-কারের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। প্রতিমাসে মহানগরীর ট্রাফিক শাখা গাড়ি প্রতি ২শ টাকা আদায় করে থাকে। এছাড়াও বাগেরহাট ট্রাফিক, সাতক্ষীরা ট্রাফিক, যশোর জেলার ট্রাফিক পুলিশ ছাড়াও বিভিন্ন জেলার ট্রাফিক পুলিশকে মাইক্রো প্রতি ২শ' ও প্রাইভেটকার প্রতি ১শ' টাকা করে দিতে হয়। ট্রাফিক পুলিশকে চাহিদামত চাঁদা দিতে না পারলে তারা গাড়ির কাগজপত্র রেখে আদালতে মামলা ঠুকে দেয়। এরপর গাড়ির রিকুইজেশন তো রয়েছেই। এখানেও রয়েছে ট্রাফিক পুলিশের বণিজ্য। খুলনা মহানগরীতে গাড়ি রাখার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। তাই গাড়ির চালকরা বাধ্য হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ মোড়ে এ ব্যবসা করে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন ঘুপচি গলিতেও রেন্ট-এ-কারের অফিস গড়ে উঠেছে।

কোটা ব্যবস্থা ওঠার আগেই তৈরি পোশাক রফতানিতে ধ্বস, ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন

কোটা ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে ধ্বস নামছে। গত তিন মাস ধরে মার্কিন বাজারে একটানা তৈরি পোশাকের রফতানি হ্রাস পাচ্ছে। যা গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কোটা ব্যবস্থা উঠে যেতে আরও নয় মাস বাকি। কিন্তু তার আগেই মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রফতানি হ্রাস পাওয়াকে রফতানিকারকরা 'খারাপ

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজের নতুন বিস্কুট অলিম্পিক কিং বাজারে

দেশের শীর্ষস্থানীয় বিস্কুট প্রস্তুতকারক কোম্পানি অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ বিস্কুট প্রিয় ভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন সময় নতুন নতুন স্বাদের মজাদার বিস্কুট বাজারে এনেছে। তারই ধারাবাহিকতায় অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ সম্প্রতি বাজারজাত করেছে আন্তর্জাতিক মানের এ সুস্বাদু বিস্কুট 'অলিম্পিক কিং'। চিনির প্রলেপযুক্ত মিষ্টি স্বাদের মচমচে মজাদার অলিম্পিক কিং বিস্কুট অল্প ক'দিনেই ভোক্তাদের মধ্যে দারুণ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। প্রতি প্যাক ৮ টাকা দামের অলিম্পিক কিং বিস্কুট এখন দেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

রূপসা ট্রেডিং কর্পোরেশন'র ডিলার্স সম্মেলন

গত ২রা এপ্রিল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে রূপসা ট্রেডিং কর্পোরেশনের ডিলার্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহম্মেদ এবং উদ্বোধনী ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের সারা দেশের ডিলারগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জংশেন মটর সাইকেলের বিক্রয় পরিকল্পনার সফল ডিলারদের পুরস্কার বিতরণ ও নতুন বিক্রয় পরিকল্পনা মুনাফা অর্জনের বিশেষ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহম্মেদ।

চট্টগ্রামে জাগো কর্পোরেশন'র প্রডাক্ট লঞ্চিং অনুষ্ঠান

সম্প্রতি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (সিসিআই) মিলনায়তনে জাগো কর্পোরেশন লিমিটেড (একটি বাংলাদেশ তাইওয়ান যৌথ কোম্পানী)এর প্রডাক্ট লঞ্চিং অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন সিসিসিআই-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব এরশাদ উলাহ্।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

কোটা ব্যবস্থা ওঠার আগেই............উপড়ের পৃষ্ঠার পর

খুলনা থেকে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর, যশোর বিমান বন্দর, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ ও সদর এবং মংলা সঙ্কেত' হিসেবে দেখছেন। তাঁরা বলছেন, বাংলাদেশী তৈরি শোক মার্কিন বাজারে চীন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতায় তীব্র লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ২০০৫ সালের আগেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজারে সঙ্কোচন দেশের রফতানি বণিজ্যের জন্য একটি অশনিসঙ্কেত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ বস্ত্র ও পোশাক আমদানির পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, গত নভেম্বর মাস থেকে আমেরিকায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রফতানিহ্রাস পেতে শুরু করেছে। এরমধ্যে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় তৈরি পোশাক রফতানিহ্রাস পেয়েছে ১৫ শতাংশ। ডিসেম্বর মাসে পোশাক রফতানি হ্রাস পেয়েছে ১০ শতাংশ এবং জানুয়ারি মাসে পোশাক রফতানি হ্রাস পেয়েছে ২১ শতাংশ। মার্কিন বস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করছেন, রফতানি হ্রাসের এ ধারা অব্যাহত থাকলে কোটা ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার পর বাংলাদেশের জন্য বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে চীন, ভারত, পাকিস্তান ও ভিয়েতনাম। এর মধ্যে চীন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা হচ্ছে মূল্যের দিক দিয়ে। এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে হলে দ্রুত বস্ত্র খাতে নতুন বিনিয়োগসহ ত্বরিত অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন করতে হবে। তবে আমেরিকার বাজারে তৈরি পোশাক রফতানি হ্রাস পেলেও, ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি বাড়ছে বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিশনের গবেষণায় দেখা যায়, কোটা প্রত্যাহারের প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশ তৈরি পোশাকের কোটা তুলে নেয়া হয়েছে। তাতেই চীন একচেটিয়াভাবে লাভবান হয়েছে। বাচ্চাদের পোশাকের ওপর কোটা তুলে নেয়ায় চীনের এ পোশাক রফতানি বেড়েছে ২৩২ শতাংশ। এ কমিশনের আশঙ্কা হচ্ছে, কোটা তুলে নেয়ার প্রথম দু বছরেই তৈরি পোশাক খাতে চীনের রফতানি বাড়বে ১৬ শতাংশ। চীন একাই এ খাতের প্রায় ৪৫ শতাংশ বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে।

চট্টগ্রামে জাগো কর্পোরেশন............উপড়ের পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাগো কর্পোরেশন লিমিটেড-এর এম ডি মোঃ রবিউল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন পরিচালক রফিকুল আলম, কর্ণেল (অবঃ) কাজী আশরাফ উদ্দিন আহমেদ।

তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে রুলস অব অরিজিনের শর্ত শিথিল করুন

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক কমিটির সভাপতি আনিসুল হকের নেতৃত্বে বিজিএমএর একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি ঢাকাস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশনের রাষ্ট্রদূত এবং ডেলিগেশন প্রদানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিজিএমইএর সভাপতি বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে রুলস অব অরিজিনের শর্ত শিথিল করার জন্য ইউরোপীয় কমিশনকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। প্রতিনিধি দলে বিজিএমইএর নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম গোলাম ফারুক, আনোয়ার উল আলম চৌধুরী, লুৎফর রহমান প্রমুখ।

দেশের ফার্নিচার খাতে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব

বর্তমানে আসবাবপত্র (ফার্নিচার) খাতে দেশে প্রায় ৫শ' কোটি টাকার বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এ শিল্পে দেশে প্রায় ৩০ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত আছে। দেশের বেকার যুবকদের ব্যাপক সর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এখানে সামান্য তিন মাসের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হলে প্রায় ১ কোটি বেকারকে কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব। দেশে কার্পেন্ট্রি সেক্টরে কাজ করে প্রতিমাসে ১ জন শ্রমিক আয় করতে পারে ১৫ হাজার টাকা থেকে ৪০ হাজার টাকা এবং বিদেশে আরো বেশি। এ খাতের দক্ষ শ্রমিকরা মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফার্নিচার শিল্পে কাজ করে দেশের জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে নিয়ে আসতে পারে। আসবাবপত্র (ফার্নিচার) খাত শিল্পের সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে এ খাত দেশের জন্য আরো বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আনতে পারবে। বর্তমানে কাঠের দুস্প্রাপ্যতা,

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফার্নিচার মেলা

দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফার্নিচার মেলা ২০০৪। এই মেলা ঢাকা শেরাটন হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. মঈন খান মেলার অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফার্নিচার মেলা ২০০৪-এর সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি কাজী ওয়াহিদুল আলম সম্প্রতি হোটেল শেরাটনের পলাশ রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কেএম আখতারুজ্জামান এবং পারটেক্সের জেনারেল ম্যানেজার আশরাফ কবির।

ফার্নিচার শিল্পের সঙ্গে জড়িত মোট ২৫ শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এই মেলায় ৩০টি স্টল ও দুটি প্যাভেলিয়নে অংশগ্রহণ করছে। মেলায় কাঠ, বেত ও প্লাস্টিকের তৈরি আসবাবপত্র, কাঠের মেঝে, শিশুতোষ আসবাবপত্র, কার্পেট ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রদর্শিত হবে। ব্যাংক ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা এ মেলায় তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করবেন।

কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, এ মেলার মাধ্যমে আমরা ফার্নিচার শিল্পে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে উপস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছি। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণ করে ফার্নিচার এখন বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। বিদেশে আমাদের ফার্নিচার গুণে ও মানে প্রশংসা অর্জন করেছে। আশা করছি, এ মেলার মাধ্যমে আমরা এ পণ্য রফতানিতে আরও গতি সঞ্চার করতে পারবো। প্রদর্শনী সকলের জন্য সকাল ১০ থেকে রাত্র ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

সিটিসেল'র হেড অব মার্কেটিং হিসেবে ইনতেখাব মাহমুদের যোগদান

ইনতেখাব মাহমুদ সিটিসেলের হেড অব মার্কেটিং হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন। তিনি গ্রামীন ফোনে ৭ বছর যাবত মার্কেটিং বিভাগে প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সিটিসেলে যোগদান করে মাহমুদ বলেন, আমি খুবই আনন্দিত। আশা করছি এ কোম্পানির সাফল্যের অবদান রাখতে সক্ষম হব। মাহমুদকে স্বাগত জানিয়ে সিটিসেলের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ক্রিস ম্যালোয় বলেন, ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মাহমুদ সিটিসেলের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পুরোপুরি প্রস্তুত বলে আশা করছি।

দেশের ফর্নিচার খাতে............উপড়ের পৃষ্ঠার পর

মুল্যবৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এখন এলুমিনিয়াম, স্টিল , আয়রন, বেত, বাশ, পøাস্টিক, ফাইবার পিভিসি, নু-উড, পাøইউড, চামড়া ইত্যাদি ব্যাপকহারে ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, দ্রুত উৎপাদনশীলতা, চাহিদা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা স্ফীতি, আধুনিকতার প্রভাব ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে বর্তমানে আসবাবপত্র শিল্প নির্মাণ শিল্প, যানবাহন শিল্প ইত্যাদিতে হস্তচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার কমে গিয়ে মেশিন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উৎপাদনের প্রয়োজন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের ফার্নিচার শিল্পের মালিকরা এ খাতকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানিয়ে আসছেন অনেকদিন যাবৎ। বর্তমানে বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প মালিক সমিতির সদস্য সংখ্যা দু হাজারের উপরে। এদের মধ্যে ১০/১২টি প্রতিষ্ঠান বড় পুঁজি ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে বাজারে এসেছে। দেশের ফার্নিচার শিল্পের মধ্যে প্রথমে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসে আকতার ফার্নিচার ও প্রফেসি ফার্নিচার। দেশের এই শিল্পকে জনগণ এবং বিদেশী ক্রেতাদের নিকট অধিক পরিচিত করার জন্য ট্রিউন এই প্রথমবারের মত সম্প্রতি তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ফার্নিচার ফেয়ার ২০০৪-এর আয়োজন করে শেরাটন হোটেলে। আয়োজকরা বলেন, বর্তমানে এ শিল্পে প্রায় ৩০ লাখ দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। স্বল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি লোকের এ পেশায় কর্মসংস্থান করা খুবই সহজ ব্যাপার। এ খাতের কেউ এখনও বেকার নেই। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশ থেকেও দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসতে পারে। সম্প্রতি মেলার উদ্বোধনী ভাষণে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ মঈন খান এ খাতকে নতুন শিল্পনীতিতে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।

এই প্রদর্শনীতে প্রায় ২৫টি প্রতিষ্ঠান দেশীয় এবং আন্ত র্জাতিক ফার্নিচার ক্রেতাদের কাছে পরিচিত করার জন্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে।

অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক চালু করুন॥ ড. ইউনুস

গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেছেন, এনজিওরা বেআইনী কাজ করলে শাস্তি দিন। অথবা

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

এরিকসন বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার রাফিয়া ইব্রাহিম

বাংলাদেশে এরিকসনের নতুন কান্ট্রি ম্যানেজার হিসাবে মালয়েশিয়ার রাফিয়া ইব্রাহীম নিয়োগ লাভ করেছেন। এই নিয়োগ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে কোম্পানীর সুত্রে জানানো হয়। এরিকসন কোম্পানীর মতে, গত ৩ বছরে বাংলাদেশে গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া দেশের মোট জনসংখ্যা ও মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যার মধ্যকার বিশাল ব্যবধান বিবেচনা করে খুব সহজেই এদেশে এরিকসনের বিপুল সম্ভাবনা আশা করা যায় বলে কর্তৃপক্ষ অভিমত ব্যক্ত করে।

প্রাইম ব্যাংক ও অটবির মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড দেশের ব্যাংকিং খাতের প্রথম প্রবর্তনকারী কনজিউমার ক্রেডিট স্কিম ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইলেকট্রনিক ও ফার্নিচার সামগ্রীসহ গাড়ি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এই প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের নিমিত্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে ।গ্রাহক নন্দিত এই প্রকল্পের জন্য সম্প্রতি অটবি লিমিটেডের সঙ্গে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে গ্রাহক সাধারণ অটবি লিমিটেডের সকল ফার্নিচার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রাইম ব্যাংকের কনজিউমার ক্রেডিট স্কিমের ঋণ সুবিধা পাবে।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ মোঃ নুরুল আলম এবং অটবি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিতুন কু নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সময় প্রাইম ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শাহজাহান ভুইয়া, ডিএমডি নাসিরউদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি মাহবুবুল আলম, এসএভিপি ও রিটেল ক্রেডিট ইউনিটের প্রধান মোঃ আহসান উলাহ এবং অটবি লিমিটেডের পরিচালক অনিমেষ কুন্ডু এবং জেনারেল ম্যানেজার (সেলস এ্যান্ড মার্কেটিং) কেএম আলী উপস্থিত ছিলেন।

দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে..........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

এনজিওরা ব্যবসা করতে পারবে না- এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করুন। তিনি বলেছেন, মুলধন সঙ্কটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে- এটা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যর্থতা। গরিবরা না হয় জামানত দিতে পারে না বলে ব্যাংকগুলো তাদের ঋণ দেয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর তো জামানতের অভাব নেই, তাহলে মুলধনের অভাবে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? তিনি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক করার প্রস্তাব করেছেন। পাশাপাশি তিনি মানুষের উপকারের জন্য সোস্যাল বিজনেস এন্টারপ্রেনার সৃষ্টি আহ্বান জানিয়েছেন।

মেট্রোপলিটন চেম্বারের সদস্যরা গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের বিষয়ে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের কথা শুণে মেট্রোপলিটন চেম্বারের সদস্যরা অভিভুত হয়ে পড়েন। তাঁরা বলেন, রূপকথা যে সত্যি হয় অধ্যাপক ইউনুস তার প্রমাণ। তিনি আমাদের উত্তরসুরীদের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস উচ্চ সুদের সমালোচকদের উদ্দেশে বলেন, আমরা সাড়ে ৮ থেকে ১২ শতাংশ সুদের আমানত নিচ্ছি। আর পাঁচ শতাংশ, আট শতাংশ এবং ২০ শতাংশ সুদে ঋণ দেই। গড়ে আমাদের আমানত গ্রহণ ও ঋণের মাঝে পার্থক্য ৫/৬ শতাংশ মাত্র। তা না হলে আমাদের পোষাবে কি করে? আর এই সুদের ব্যাপারে আমাদের সদস্যদের কোন আপত্তি নেই। এখন কেউ যদি এর চেয়ে কম সুদে ভাল ব্যবসা করতে পারে শুরু করে দিন।

তিনি জানান, গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা এখন ব্যবসা করার জন্য ঋণ পাচ্ছে। বর্তমানে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হচ্ছে ব্যবসা করার জন্য। তবে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা যে কোন ব্যবসার জন্য যে কোন পরিমাণ ঋণ নিতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের দ্বিতীয় জেনারেশন এসে ব্যবসায় নামলে তারা বড় বড় ঋণ নিতে পারবে বলে তিনি আশা করছেন।

ভিক্ষুকরাও ঋণ পাচ্ছে

গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে ভিক্ষুক ঋণ। এই কর্মসুচীর আওতায় ভিক্ষুকদেরও ঋণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সংগ্রামী সদস্য হিসাবে ভিক্ষুকদের গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য করা হয়েছে। তাদের বিনা সুদে ঋণ দেয়া হচ্ছে যাতে তারা ভিক্ষার পাশাপাশি উপার্জন করতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংকের এই সংগ্রামী সদস্যরা কোন একটি দোকানের এজেন্ট হয়ে কাজ করে।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

আধুনিক কার্ডিয়াক হাসাপাতাল স্থাপনে চুক্তি সই

প্রায় চলিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বহুমাত্রিক চিকিৎসা সুবিধাসহ ঢাকায় একটি অত্যাধুনিক কার্ডিয়াক হাসপাতাল স্থাপিত হতে যাচ্ছে। দেশীয় উদ্যোক্তারা এই হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে এ্যাবসকো লিমিটেড, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল নিটোল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিমিটেড এবং ডোকো গার্মেন্টস লিমিটেডের মধ্যে সম্প্রতি একটি শেয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উদ্যোক্তারা আশা করছেন, ভারতের এসকর্ট হার্ট ইনস্টিটিউট এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এই হাসপাতালটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। আশা করা হচ্ছে, আগামী এক বছরের মধ্যে এই হাসপাতালটি চালু হবে।

এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এ্যাবসকো লিমিটেডের জিএম সিরাজ, জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের ডা. জুনায়েদ শফিক, নিটোল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের আবদুল মাতলুব আহমদ, ডোকো গার্মেন্টস এর শাহাদাত হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সচিব সারোয়ার কামাল, এসকর্ট লিমিটেডের শ্রীরাম খাত্তার এবং আইপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিএম আলম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোম্পানিগুলোর পরিচালকবৃন্দ।

এফবিসিসিআই 'জাতীয় এজেন্ডা' নিয়ে সমঝোতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করবে

রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার জন্য এফবিসিসিআই সম্প্রতি তাদের জাতীয় এজেন্ডা প্রকাশ করেছে। এই এজেন্ডায় তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বে জরুরীভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, রাজনৈতিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্য আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করব। এজন্য আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, দাতা সংস্থার সঙ্গে কথা বলব। আমরা সমঝাতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ছয় মাসের স্থিতাবস্থা চেয়েছি।

দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে.........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

ওই দোকান থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতে দুই হাজার টাকার পণ্য নিতে পারে। যা তারা বিক্রি করে লাভ রেখে বাকি টাকা দোকানে ফেরত দিচ্ছে। গত জানুয়ারি থেকে এই ভিক্ষুক ঋণ কর্মসূচী চালু হয়েছে। এ পর্যন্ত সাত হাজার ভিক্ষুক গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য হয়েছে। এ বছর শেষে এই সদস্য সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস আশা করছেন। শারমিন গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যের সন্তান সাফ গেমসে শুটিংয়ে স্বর্ণ বিজয়ী শারমিন আক্তার গ্রামীণ ব্যাংকের এক মহিলা সদস্যের সন্তান। তার মা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন। শুধু শারমিনই নয়, গ্রামীণ ব্যাংকের অনেক সদস্যের সন্তানই বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন এমসিসিআই সভাপতি কুতুব উদ্দিন আহমেদ। আরও বক্তব্য রাখেন আইসিসি বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ফজলে আর এম হাসান, চিজিএমইএ সভাপতি আনিসুল হক, বিটিএমএ চেয়ারম্যান এমএ আউয়াল, ইনভেস্টরস চেম্বারের সভাপতি মাহবুব জামিল, স্কয়ার গ্রপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী, সিটি ব্যাংক এনএ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন রশিদ প্রমুখ।

কুতুব উদ্দিন আহমেদ বিশ্বের সেরা ২৪ ব্যবসায়ীর একজন নির্বাচিত হওয়ায় তিনি অধ্যাপক ইউনুসকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবসায়ী এবং এনজিওরা পরিপুরক ভুমিকা পালন করতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে।

শেরাটন হোটেল'র রেকর্ড পরিমাণ মাসিক আয় ও মুনাফা অর্জন

ঢাকা শেরাটন হোটেল গত মার্চ মাসে পুর্বের সকল মাসিক আয় ও মুনাফার রেকর্ড ভঙ্গ করে যথাক্রমে ৬ কোটি ২০ লাখ টাকা এবং ২ কোটি ৪১ লাখ টাকা আয় ও মুনাফা করেছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত মাসিক আয় ও মুনাফার সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল অক্টোবর '০৩ মাসে যথাক্রমে ৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা এবং ২ কোটি ১০ লাখ টাকা।

এ্যাডভার্টাইজিং ক্লাব'র উদ্যোগে ঢাকার ব্রান্ডবিষয়ক কর্মশালা

XvKvq G¨vWfvUvBwRs Kve XvKvi D‡`¨v‡M m¤cwZ AbwôZ n‡q †Mj nvI U ivBW `¨ e¨vÛ c¨wbs †gvUievnK kxIK ` w`‡bi GK Kgkvjv| Kgkvjv cwiPvjbv K‡ib e¨vÛ we‡klÁ Ges BDwbf e¨vÛ, BwÛqvi cavb wbevnx mwgi ivq| †`‡ki wewfb weÁvcb ms¯v, msevw` gva¨g, Drcv`K I wecYbKvix cwZôvb †_‡K 35 KgKZv G Kgkvjvq AskMnY K‡ib| mnR c×wZ‡Z wKfv‡e GKwU e¨v‡Ûi Rb¨ `xN‡gqv`x KvhKix cwiKíbv Kiv hvq Zv GB Kgkvjvq †kLv‡bv nq| mwVK cšv Abave‡bi Rb¨ G Kgkvjvq c_vMZ †KvbiKg e³Zv ev ZËxq Av‡jvPbvi mvnvh¨ †bqv nqwb| †h cwµqvq GKwU †gvUievBK Pvjbv Kiv nq †mB ai‡bi cwµqvq wKfv‡e GKwU e¨v‡Ûi cwiKwíZ KvhKix wm×vš †bqv nq Zv G Kgkvjv †_‡K Rvb‡Z †c‡i‡Qb AskMnYKvixiv| wKfv‡e ev¯e KgcwiKíbv MnY K‡i GKwU e¨v‡Ûi gvb Dbqb Kiv hvq Ges Zv wKfv‡e †fv³vi DcKv‡i Avm‡Z cv‡i ZvI AskMnYKvixiv GB Kgkvjv †_‡K wkL‡Z †c‡i‡Qb|

ফোর্ড কোম্পানির সুসময়

বিশ্বের অন্যতম প্রধান কার উৎপাদনকারী কোম্পানি ফোর্ড তাদের দুঃসময় খুব ভালোভাবে কাটিয়ে উঠেছে। ভাল বিক্রির কারণে এ বছরের প্রথমদিকে তাদের লাভ হয়েছে দ্বিগুণ। আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানি হচ্ছে ফোর্ড। ২০০৪ সালের প্রথম তিন মাসে তাদের লাভ ছিল দ্বিগুণের বেশি। এই তিন মাসে লাভের পরিমাণ ছিল এক দশমিক নয় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। গত বছর একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৮৯৬ মিলিয়ন ডলার। শুধুমাত্র কার বিক্রি থেকে এ সময়ে তারা লাভ করে নয় দশমিক পাঁচ শতাংশ। ডলারের হিসাবে ৪৪.৭ বিলিয়ন। কারের অর্থায়নের তাদের আয় ছিল শক্তিশালী আর ২০০০ সালের পর প্রথমবারের মতো কার বিক্রি থেকে লাভের পরিমাণ ছিল অর্থ বিভাগের ফোর্ড মটর ক্রেডিট আয়ের থেকে বেশি। বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ কোম্পানীর এই ভাল ফলাফলে ভুমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সাম্প্রতিক মুল্য কর্তনের কথায় ধরা যাক, এটা তাদের ভাল ফলাফলে শক্তিশালী ভুমিকা রাখে যা তাদের অনুমিত ফলাফল থেকে অনেক ভাল, বেশি ভাল। ফোর্ড কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী এবং চেয়ারম্যান বিল ফোর্ডের কথায় ও ফুটে উঠেছে এ বিষয়টি।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

মুন্সী আক্তারুজ্জামান এসআইবিএল'র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী দানবীর মুন্সী আক্তারুজ্জামান সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত ৯১তম জরুরী সভায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামাল উদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান এবং পর্ষদ দু জন পরিচালক মুন্সী আক্তারুজ্জামানও আব্দুল আওয়াল পাটোয়ারীকে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামান এফবিসিসিআই-এর অন্যতম সদস্য, মুন্সী শিপিং লাইন লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সভাপতি ও বর্তমান কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরস মালিক সমিতি।

জার্মানির বাজারে রফতানিতে অতীতের রেকর্ড ভেঙ্গেছে বাংলাদেশ।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ জার্মানিতে রফতানি করেছে মোট ৭ হাজার ১৩০ কোটি টাকার পণ্য। যা আগের বছরের চেয়ে পঁচিশ ভাগ বেশি। জার্মানের ফেডারেল অফিসের ছাড়কৃত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই বারের মতো বাংলাদেশ জার্মানিতে ১০০ কোটি ইউরো'র পণ্য রফতানি করেছে। এদিকে বাংলাদেশের রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর কাছে চলতি অর্থবছরের রফতানি তালিকায় জার্মানিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা রয়েছে।

জানা যায়, আগের বছরের তুলনায় ২০০৩ সালে জার্মানিতে বাংলাদেশের রফতানি ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের রফতানি আগের বছরের তুলনায় ৬ শাতাংশ বেড়েছে। সংশিষ্ট মহলের আশা, চলতি বছরেও রফতানি বৃদ্ধির এ গতি অব্যাহত থাকতে পারে। রফতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প এবং রফতানির সঙ্গে সম্পৃক্ত বায়িং হাউজগুলো জানিয়েছে, সে দেশের ব্যবসায়ীরা গত বছরের চেয়ে এ বছর বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি করে পোশাক আমদানির চাহিদা জানিয়েছে। দুই হাজার সালের আন্তর্জাতিক মাল্টিফাইবার চুক্তির (এমএফএ) মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র ছয়/সাত মাস বাকি। এ চুক্তি অবসানের ফলে দুই হাজার পাঁচ সালের শুরু থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বের কোন দেশে কোটা কিংবা শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় পণ্য রফতানির সুযোগ পাবে না। এ ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্পে বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোর্ড কোম্পানীর সুসময়..........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, এই তিন মাস ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল সময়। দুই বছর আগে আমরা ব্যাক টু বেসিকস প্রচেষ্টা শুরু করেছিলাম। গত তিনমাস ছিল ঐ প্রচেষ্টারই ফলাফল। তাঁর মতে, এটা তাদের পরিকল্পনার ঐ প্রক্রিয়াকেই পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে তাদের পরিকল্পনা কাজ করছে এবং তা একটা স্মারক হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফোর্ড কোম্পানীর তৈরি ঐতিহ্যবাহী পণ্যগুলোর পাশাপাশি নতুন পণ্যগুলো বাজারে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে নিচ্ছে। সক্ষম হচ্ছে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে। ক্রেতাদের চাহিদার তালিকায় এসকেপ হাইব্রিড, ফোর্ড মুসটাং এবং ল্যান্ড রোভার এল আর ফ্রি/ডিসকোভারি। মিঃ বিল ফোর্ড বলেন, নতুন পণ্যগুলো সাথে নিয়ে আমাদের পণ্যগুলো বাজারে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে।

শেরাটন হোটেল'র বিজনেস সেন্টার উদ্বোধন

‡emvgwiK wegvb cwienb I chUb cwZgšx gxi †gvnv¤§` bwQi DwÏb m¤cwZ XvKv †kivU‡bi bZb weR‡bm †m›Uvi D‡Øvab K‡ib| †n‡U‡ji wbPZjvq 1kÕ eMd‡Ui GB †m›UviwU B›Uvi‡bU, d¨vwm‡gj, d‡UvKwcqvi ¯‹¨wbs, IqvW c‡mwms, ¯úvBivj evDwÛs mweavmn AvawbKfv‡e mw¾Z| Gig‡a¨ `wU wgwb Kidv‡iÝ i“gI i‡q‡Q| D‡ØvabKv‡j chUb cwZgšx e‡jb, XvKv †kivUb e¨emvqx I Uwi÷ MvnK‡`i †mev c`v‡bi j‡¶¨ AvawbK G weR‡bm †m›Uvi ¯vcb K‡i‡Q| G mgq †nv‡U‡ji DaŸZb KgKZviv Dcw¯Z wQ‡jb|

ভিন্ন মাত্রায় বিজ্ঞাপন উৎসব

এ্যাড ফেস্টিভ্যাল অর্থাৎ বিজ্ঞাপন উৎসব শীর্ষক ভিন্ন মাত্রার এক আনন্দ আয়োজনে উদ্ভাসিত হয়েছিল ঢাকা শেরাটনের উইন্টার গার্ডেন। এবারের উৎসবের মুল শোগান ছিল ব্রিজিং দ্যা গ্যাপ। দেশের প্রায় প্রতিটি বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পণ্য উৎপাদক ও বাজারজাতকারী এবং প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিরা দিনব্যাপী এই উৎসবে বিজ্ঞাপন শিল্পের চলমান ধারা, সমস্যা-সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গাক্রমে উঠে এসেছে দেশী বিজ্ঞাপন চিত্রে বিদেশী শিল্পীর উপস্থিতির বিরোধিতা।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

জার্মনির বাজারে..........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

এ আশঙ্কার মধ্যে জার্মানি পোশাক রফতানি বৃদ্ধির সংবাদ উদ্যোক্তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে সহায়তা করতে পারে বলে সংশিষ্ট মহল মনে করছে। তাদের মতে, এমএফএ উঠে গেলেও জার্মানির আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে অধিকহারে পোশাক আমদানি চালিয়ে যাবে। জার্মানির ওয়্যার হাউস চেনের এক কোম্পানি সম্প্রতি ঢাকায় একটি বায়িং হাউস খুলেছে। এ প্রতিষ্ঠান আগামীতে আরও বেশি করে পোশাক ক্রয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংশিষ্ট মহলের মতে, তবে এই সম্ভাবনা ধরে কারখানার কাজের পরিবেশ উন্নত ও শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। কেননা জার্মানিতে বাংলাদেশের রফতানিকৃত পণ্য সামগ্রীর ৯৫ ভাগই হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। বাকি ২ শতাংশ হিমায়িত খাদ্য, আধা শতাংশ পাটজাত পণ্য এবং অন্যান্য সামগ্রীর রফতানির পরিমাণ হচ্ছে আড়াই শতাংশ। জার্মানির ঢাকাস্থ রাষ্টদুত ডিট্রিস আন্দ্রেয়াস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, পোশাক শিল্পে অনেক বেশি গতিশীলতা ও সফলতা চাওয়ার পাশাপাশি আমাদের আগ্রহ হচ্ছে ভবিষ্যতে বাণিজ্য সমতা প্রত্যক্ষ করা। জার্মানি এবং ইউরোপে বাংলাদেশের পণ্য রফতানির প্রচেষ্টাকে জার্মানি সমর্থন যুগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের রফতানির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পোশাক শিল্পের পাশাপাশি চামড়া, সিরামিক, হাল্কা যান্ত্রিক প্রকৌশল, ঔষধজাত পণ্য, পাট এমনকি সফটওয়্যার শিল্পকেও কার্যকরভাবে এগিয়ে নিতে হবে। এ সব খাতে ব্যক্তি পর্যায়ের অনেক সফলতা দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এ সব খাত এখনও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শক্তিশালী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারাও যাতে জার্মানিতে নিজেদের পণ্য সামগ্রী রফতানি করতে পারে সে ব্যাপারে জার্মানী বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জার্মানি যৌথভাবে একটি ডিজাইন ও প্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। পাট শিল্পের উন্নয়নে দেশটি প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতেও আগ্রহ দেখিয়েছে।

ভিন্নমাত্রায় বিজ্ঞাপন উৎসব..........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের আলোকে বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণের প্রস্তাব তুলে অনেকেই বলেছেন, এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট আধুনিক নীতিমালা জরুরী। সকাল সাড়ে ৯টায় উৎসবের উদ্বোধনকালে তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম দেশের বিজ্ঞাপন শিল্পে আধুনিক চিন্তাধারার প্রশংসা করে বলেন, ক্ষেত্রটি এখন অনেক বড়। কাজেই দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এখানে বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিত। বাংলাদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপনে বিদেশী মডেলের উপস্থিতি কতটা জরুরী এ কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উৎসব কমিটির আহ্বায়ক ওয়াজির সাত্তার, উপদেষ্টা কমিটির পক্ষে জুলফিকার আহমেদ বক্তৃতা করেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে উলেখযোগ্য ছিল বিজ্ঞাপন শিল্পের চলমান ধারার উপর গোল টেবিল বৈঠক। মুহম্মদ জাহাঙ্গীরের উপস্থাপনায় প্রাণবন্ত এই বৈঠকে রামেন্দু মজুমদার, গীতিয়ারা নাসরিন চৌধুরী, সাইফুল বারী, আরেফিন, তারিক আনাম, মনোয়ার হোসেন, জহির উদ্দিন, নোবেল, শিমুল প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বৈঠকে বিজ্ঞাপন শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে মডেলদের প্রশিক্ষণ, এ্যাড ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করাসহ বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। উৎসবের একটি উলেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞাপন বিষয়ক বিশেষ প্রদর্শনী। এ্যাড সাইন, এ্যাডকম, এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশন লিঃ, বিন্দু ডিজিটাল মিডিয়া, বিটনী, ক্রিয়েটিভ মিডিয়া লিঃ, ক্রিসটাল, ড্রিম আনলিমিটেড, এক্সপ্রেশন্স, গোব কিডস, গোবাল মিডিয়া, ইন্টারস্পিড, জার্নিম্যান, মার্কা, প্রতিশব্দ, রূপ কমিউনিকেশন্স, ইউনিট্রেন্ড লিঃ ও কালারস অফ বাংলাদেশ এই প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। সন্ধ্যায় উৎসব মঞ্চে দেশের বিজ্ঞাপন শিল্পে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ বিটপীর রেজা আলী, এক্সপ্রেশন্স-এর রামেন্দু মজুমদার, এশিয়াটিকের আলী যাকের এবং এ্যাডকমের গীতিআরা সফিয়া চৌধুরীকে লাইফ টাইম এ্যাচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উৎসবে সম্ভাবনার সেতু বন্ধন শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন স্কয়ারের অঞ্জন চৌধুরী। ভারতের কয়েকজন বিজ্ঞাপন নির্মাতাও উৎসবের বিভিন্ন পর্বে আলোচনায় অংশ নেন। সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

হা-মীম গ্রুপ কার্যালয়ে মার্কিন দুতাবাস কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশস্থ মার্কিন দুতাবাসের ডেপুটি চীপ অব মিশন জুডিথ এ ক্যামাসের নেতৃত্বে দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজের সভাপতি এ কে আজাদের সাথে তেজগাঁও হা-মীম গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে এক সাক্ষাতে মিলিত হন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য হচ্ছেন দুতাবাসের পলিটিক্যাল এন্ড ইকনোমিক এ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলর মিঃ ডানডাস ম্যাককূলগ।

হাল্কা প্রকৌশল শিল্প সামগ্রীর বাণিজ্য প্রসারে সরকার সহায়তা দেবে
- বাণিজ্যমন্ত্রী

বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সম্ভাবনাময় হাল্কা প্রকৌশল শিল্পসামগ্রীর বাণিজ্য প্রসারে সরকার সবরকম সহায়তা দেবে। মন্ত্রী সম্প্রতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিনব্যাপি 'থারমাল ইঞ্জিনিয়ারিং' বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতির বক্তৃতা করছিলেন। অটোমোবাইল শিল্পে খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনার উলেখ করে মন্ত্রী বলেন, মেধা ও সস্তা শ্রমের এ দেশের হাল্কা প্রকৌশল শিল্পখাতে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করতে সরকার বিনিয়োগ -নীতি ও সুবিধা উদার করেছে। সোসাইট অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স (বিএসএমই) ও আমেরিকান সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করে। বিএসএমই সভাপতি অধ্যাপক এম আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন সংসদ সদস্য শহীদুজ্জামান ও বুয়েটের উপচার্য অধ্যাপক এম আলী মুতুর্জা। মন্ত্রী সম্মেলনের উপলক্ষে আয়োজিত খুচরা ও হাল্কা প্রকৌশল যন্ত্রের এক প্রদর্শনী দেখেন।

বাণিজ্যমেলা শ্রেষ্ঠ প্যাভিলিয়ন তালিকায় প্রথম গোল্ডেন টিক

এবার বাণিজ্যমলোয় শ্রেষ্ঠ প্যাভিলিয়নের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে গোল্ডেন টিক। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে আরবি গ্রুপ এবং অটবি। আর তৃতীয় হয়েছে মুন্নু সিরামিক্স এবং ইলেকট্রো মার্ট। জানা যায়, এবার বাণিজ্যমেলায় প্রথম বারের মতো অংশ নিয়েই শ্রেষ্ঠ প্যাভিলিয়নের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে দেশের অন্যতম ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি আরবি গ্রুপ অব কোম্পানিজ। সর্বোচ্চ বিক্রি এবং দৃষ্টিনন্দন প্যাভিলিয়ন নির্মাণের জন্য এ কোম্পানি পুরস্কৃত হয়েছে। এবারের বাণিজ্যমেলার অন্যতম আকর্ষন ছিল আরবি গ্রুপের রিমোট কন্ট্রোল মোটরসাইকেল, যা দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এছাড়া, মিনি প্যাভিলিয়নে এবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে নেসলে বাংলাদেশ। এ গ্রুপে দ্বিতীয় হয়েছে রহিম আফরোজ ও গোব বিস্কুট এবং তৃতীয় হয়েছে স্কয়ার কনজুমার প্রডাক্টস এবং বেঙ্গাল গ্রুপ। স্টল গ্রুপে প্রথম হয়েছে হেলাল এ্যান্ড ব্রাদার্স। দ্বিতীয় হয়েছে আরটিস্টি কালেকশন এবং কারুপণ্য। আর তৃতীয় হয়েছে এইচআরসি প্রোডাক্ট এবং শেল ডিজাইন।

বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এবার প্যাভিলিয়ন গ্রুপে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে এম কে ইলেকট্রিক এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে লিগরেন্ড। অন্যদিকে মিনি প্যাভিলিয়নের ক্ষেত্রে প্রথম হয়েছে প্যানাসনিক সিঙ্গাপুর এবং দ্বিতীয় হয়েছে জর্দানা ইউএসএ। এবার বিদেশী প্যাভিলিয়নের বিশেস পুরস্কার দেয়া হয়েছে মেলার পার্টনার কান্ট্রি থাইল্যান্ডের রয়েল থাই প্যাভিলিয়নকে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী উপজাতীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিশেষ পুরস্কার বিতরণ করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন স্থায়ী মেলা

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

নওশাদ চৌধুরী লিভার ব্রাদার্স'র নতুন ব্যান্ডস্ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর

এ্যাঙ্গালো-ডাচ-ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী লিভার ব্রাদার্স বাংলাদেশ লিমিটেড। এর আগে নওশাদ চৌধুরী লিভার ব্রাদার্সের মার্কেটিং ম্যানেজার এবং মিডিয়া কন্ট্রোলার হিসাবে কর্মরত ছিলেন । তিনি শ্রীনিভাস নাগাপ্পার স্থলাভিষিক্ত হলেন। নাগাপ্পা আঞ্চলিক দায়িত্ব নিয়ে হিন্দুস্থান লিভারে প্রত্যাবর্তন করেছেন। নওশাদ ১৯৮৯ সালে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসাবে লিভার ব্রাদার্সে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন ব্র্যান্ড মার্কেটিং, মার্কেট রিসার্চ এবং মিডিয়া অপারেশনের ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করেন। একজন অভিজ্ঞ ম্যানেজার হিসাবে মধ্যবর্তী তিনবছর তিনি বিদেশেও দায়িত্ব পালন করেন। হোম কেয়ার, পার্সোনাল কেয়ার এবং ফুড ব্যবসায় বিশ্বখ্যাত ইউনিলিভারের স্থানীয় ব্যান্ডস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম বাংলাদেশী হলেন নওশাদ চৌধুরী।

কোহিনুর ক্যামিক্যাল'র বার্ষিক সেলস সম্মেলন

গত ৪ ও ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো কোহিনুর কেমিক্যালৈ কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেডের এ্যানুয়াল সেলস কনফারেন্স ২০০৩ (ঢাকা জোন)'। অনুষ্ঠান রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুরস্থ ব্রাক সেন্টার-এ অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসর মাঠ পর্যায়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মী তিব্বত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০০% টার্গেট অর্জন করেছেন, সে সকল কর্মকর্তা ও কর্মীর মধ্যে কোম্পানীর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম এক্সিলেন্ট পারফরমার ২০০৩ ক্রেস্ট প্রদান করেন। সেইসাথে ঢাকা জোনের পরিবেশকদের কোম্পানীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয় ।

কে ডি এস গ্রুপ'র 'টীম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ'

কে ডি এস গ্রুপের আয়োজনে গত ৩ ও ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের একটি হোটেলে আন্তর্জাতিক কনসালটেন্টে আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং এর একটি 'টিম বিল্ডিং ওয়র্কশপ পরিচালনা করে। চট্টগ্রামের কে ডি এস গ্রুপের অংগ প্রতিষ্ঠান কে ডি এস একসেসরিজ আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং ভারতের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নমুলক বিভিন্ন কর্মসুচীর আয়োজন করে।

মেলায় প্রথম গোল্ডেন টিক..........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

অবকাঠামো নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, দেশের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে বাণিজ্যিক মিশনে রূপান্তর করতে হবে। অন্যথায় আমরা বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ব।

আমদানী পর্যায়ে পিএসআই ব্যবস্থা তুলে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা

সরকার পণ্য আমদানী পর্যায়ে প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। এ বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ৪ জানুয়ারি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ঢাকার ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি)-আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে এ তথ্য জানান। অর্থমন্ত্রী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে শুল্ক কর্মকর্তারা খুব সহজেই পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য জানতে পারেন। সেক্ষেত্রে পণ্যের শুল্কায়ন সহ খুব সহজেই হতে পারে। অর্থমন্ত্রীকে কর্মকর্তারা বলেন, পিএসআই-এর কারণে পণ্য খালাসে অহেতুক বিলম্ব হয়। উলেখ্য, বাংলাদেশে বর্তমানে তিনটি পিএসআই কোম্পানী কাজ করছে। তাদের মেয়াদ ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হয়। ইতিপুর্বে তাদের কার্যক্রমের মেয়াদ তিনবার বাড়ানো হয়েছিলো।

সাফটা চুক্তি সই ২০০৬ থেকে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল

সন্ত্রাস মোকাবেলা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ-বিবাদ নিরসনের অঙ্গীকারসহ ৪৩ দফার ইসলামাবাদ ঘোষণা অনুমোদণের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের তিন দিনব্যাপি শীর্ষ সম্মেলন ৬ জানুয়ারি ০৪' শেষ হয়েছে। সার্কের আগামী শীর্ষ বৈঠক আগামী বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সমাপ্তি অধিবেশনে ৬ জানুয়ারি ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল সাফটা প্রতিষ্ঠার লক্ষে একটি কাঠামো

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

কলকাতা বানিজ্য মেলায় এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদল

কলকাতায় অনুষ্ঠেয় ১৭তম ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া ট্রেড ফেয়ার-২০০৩ এ অংশ নিতে ফেডারেশন। অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এর্ফবিসিসিআই)-এর সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টুর নেতৃত্বে ৮৫ সদস্যবিশিষ্ট এক এর্ফবিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গত ১৮ডিসেম্বর কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার,ইন্ডিয়া ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশন এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডষ্ট্রি (বিএনসিসিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতা ময়দানে ১৯ডিসেম্বর থেকে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মি. বুদ্বদেব ভট্টচার্য এ মেলার উদ্ভোধন করেছেন। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে ভিয়েতনামের বাণিজ্য উপমন্ত্রী মি. দো নু দিন এবং কলকাতার মেয়র মি. সুব্রত মুখার্জিও উপস্থিত ছিলেন । এর্ফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আদ্বুল আউয়াল মিন্টু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

সিটি গ্রুপ শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ব্যাংক মনোনীত

সিটি ব্যাংক এন এ'র হোল্ডিং কোম্পানী, সিটি গ্রুপ বিশ্বখ্যাত ইউরোমানি ম্যাগাজিন কর্তৃক ২০০৩ সালে শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ব্যাংক নির্বাচিত হয়েছে। সামগ্রিক ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে উন্নতমানের অনলাইন সেবা প্রদান করে সিটি গ্রুপ জেপি মরগান, ব্যাংক অব নিউইউর্ক এবং অন্যান্য ব্যাংকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক ভাল হলেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা মিলছে না

বেসরকারী গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বিদায়ী ২০০৩ সালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মুল্যায়ন করে বলেছে, দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি বর্তমানে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে ব্যাষ্টিক বা মাইক্রো অর্থনীতির

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

সাফটা চুক্তি সই ....উপড়ের পৃষ্ঠার পর

নির্ধারণ সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া সন্ত্রাস মোকাবেলার লক্ষে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সন্ত্রাস প্রশ্নে অতিরিক্ত একটি প্রটোকল স্বক্ষরিত হয়। ৭ দেশের পররাষ্ট্র আবঙ সরকার প্রধানদের উপস্থিতিতে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বাক্ষর করে। ইতিপুর্বে এই দুটো বিষয় মন্ত্রীদের বৈঠকে অনুমোদন লাভ করে। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত সমাপনী অধিবেশনে সার্ক চেয়ারপার্সন হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান জামালি এবং সার্কের অন্য দেশগুলোর পক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীবেগম খালেদা জিয়া বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্য প্রদানের আগে সাফটা ও সন্ত্রাস মোকাবিলায় অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হাতে হাত ধরে ছবি তোলার জন্য পোজ দেন। এছাড়া সার্ক রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ সার্কের ইসলামাবাদ ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিন সার্ক সামাজিক চার্টার অনুমোদন করা হয় এবং এতি দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা হয়েছে। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট তার দেশের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়্যার জন্য গত ৬ জানুয়ারি ইসলামাবাদ ত্যাগ করেন।

তার বদলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফতুলা- জামিল মালদ্বীপের প্রতিনিধিত্ব করেন। উদ্বোধনী ভাষণে পাক প্রধামন্ত্রী পারস্পারিক সম্পর্কোন্নয়ন, বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক এবং বিদ্যমান সম্পদের সুসম্বিত যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের পথে অগ্রযাত্রার প্রসঙ্গ উলেখ করেন। তিনি সাফটা ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রটোকল স্বাক্ষরকে ঐতিহাসিক এবং উলেখযোগ্য অগ্রগতি বলে উলেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমঝোতায় বিশ্বাসি। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর পক্ষ থেকে সমাপনী বক্তৃতাকালে সাফটা, সামাজিক চার্টার ও সন্ত্রাস মোকাাবিলায় অতিরিক্ত স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমাদের আরো বহুদুর যেতে হবে। তিনি সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এর মাধ্যমে নয়া দিগন্তের সুচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২০০৫ সালে ঢাকায় শীর্ষ সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করায় ধন্যবাদ জানান। তিনি চমৎকার অতিথিয়তা এবং সুচারুভাবে সার্ক সম্মেলনে অনুষ্ঠানের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ৪৩ দফা সার্ক ইসলামাবাদ ঘোষণায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

বিনিয়োগকারীদের আস্থা মিলছেনা.....উপড়ের পৃষ্ঠার পর

এক ধরনের গরমিল রয়ে গেছে। অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতির ইতিবাচক সূচকগুলো মাঠ পর্যায়ের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারছে না। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার কারণে অর্থনীতিতে মৌলিক সূচকগুলো শক্তিশালী হলেও এর সাথে বিনিয়োগকারীদের আস্থার পার্থক্য রয়েছে। আর এজন্য অর্থনীতি নয় বরং নন-ইকনমিক বা অর্থনীতি বহির্ভূত কারণগুলোই দায়ী। অর্থনীতি বহির্ভূত কারণগুলো হল মুলত দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবকাঠামোর অভাব এবং সরকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর অদক্ষতা। এ পরিস্থিতিতে আগামীতে অর্থনীতির সুফল পেতে অর্থনীতি নয় রাজনীতির ভূমিকাই হবে মুখ্য। সুতরাং নতুন বছরে অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলোকে রাজনীতি ব্যর্থ করে দিবে কিনা সেটাই এখন বিবেচনার মুল বিষয়।

গত ৩০ ডিসেম্বর০৩' সিপিডি কার্যালয়ে ২০০৩ সালের অর্থনীতির এই মুল্যায়ন উপস্থাপন করেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ড. অনন্য রায়হান, ড. উত্তম কুমার দেব, ড. ফাহমিদা খাতুন আখতার এবং আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ২০০৩ সালের অর্থনৈতিক পরিস্থতি মুল্যায়ন করে বলেন, বর্তমান সরকার সম্প্রতি ৩য় বছরে প্রবেশ করেছে। একটি কথা প্রচলিত আছে যে, সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রথম ৩ বছর পর্যন্ত বড় ধরনের সংস্কার কর্মসুচী গ্রহণ করে। এরপরেই নির্বাচনকে সামনে রেখে সংস্কারের গতি বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে ২০০৪ অর্থবছরকে অর্থনীতির জন্য একটি 'বিগ পুশ' বা বড় ধরনের ধাক্কা দেয়ার বছর বলা যায়।

মুল্যালয়ন প্রতিবেদনে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মুলত ২০০৩ সালের শেষ মাস বা ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের বর্ণনা দেন। এ বিষয়ে রাজস্ব আয়, সরকারী ব্যয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন, ঋণ সম্প্রসারণ, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারী ঋণ, কৃষি ও শিল্প ঋণ, মজুরী বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন, মঞ্জা পরিস্থিতি, বিদেশী বিনিয়োগ, শেয়ার বাজার, বৈদেশিক সাহয্য এবং বেসরকারীকরণের সর্বশেষ তথ্য ও প্রবণতা তুলে ধরা হয়।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

সাফটা চুক্তিসই..................উপড়ের পৃষ্ঠার পর

বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ৪৩ দফা ঘোষণায় ৭টি দফা রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ও রয়েছে ঐ ঘোষণায়। দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রশ্নে উলেখযোগ্য অগ্রগতির বিষয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সার্ক প্রধানগণ দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ক্রম অগ্রগতি হচ্ছে সে প্রসঙ্গে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা উলেখ করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, সন্ত্রাস জাতিসংঘ মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, সার্ক চার্টার পরিপন্থি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রতি হুমকি। ঘোষণায় সন্ত্রাস মোকাবিলায় সার্ক নেতৃবৃন্দ যে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষর করেন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ঘোষণায় উপ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন, সার্কের আন্তসম্পর্ক বৃদ্ধি এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলা হয়। ঘোষণায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৮ মিনিট স্থায়ী সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে তিন দফায় ফটো সেশনে অংশ নেন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ। জামালী অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তৃতা করেন। অন্যদিকে বেগম খালেদা জিয়া সার্কের সদস্য দেশগুলোর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান , প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার সফর সঙ্গীরা গত ৬ জানুয়ারি সন্ধায় দেশের উদ্দেশ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়েছেন । সম্প্রতি হোটেল সেরেনায় সার্ক নেতাদের সম্মানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মির জাফরুলাহ খান জামালির দেয়া নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অংশ নেন।

অসচ্ছল রোগীদের জন্য শাহ সিমেন্ট'র চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম

সম্প্রতি শাহ সিমেন্ট অসচ্ছল রোগীদের জন্য চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু করেছে শাহ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। শাহ সিমেন্টের ফ্রি মেডিক্যাল কনসালটেন্সি কার্যক্রম উপলক্ষে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শাহ সিমেন্ট

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

বিনিয়োগকারীদের আস্থা মিলছেনা.....উপড়ের পৃষ্ঠার পর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ ড. দেবপ্রিয় বলেন, নতুন বছরের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এডিপির সফল ও দক্ষ বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে জানানো হয়, চলতি এডিপির আকার হচ্ছে ২০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এডিপির মুল আকার ১৭ হাজার ১০০ কোটি টাকা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ১৫ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এডিপির আকার বেড়েছে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশী। এই অর্থের মাত্র ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ বা ২ হাজার ১৪১ কোটি প্রথম ৩ মাসে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। ৪ মাস শেষে বাস্তবায়নের হার ছিল ১৫ শতাংশ। আগের অর্থ বছরে এর হার ছিল সাড়ে ১৬ শতাংশ্ অর্থাৎ অন্য বছরগুলোর মতই এডিপি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি। তবে চলতি এডিপি ৫ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে দেয়ার কারণে এবারের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি আরো ভাল হওয়া প্রয়োজন ছিল। তবে স্থানীয় মুদ্রার সংকটের কারণে এডিপি বাস্তাবায়নের গতি শথ কিনা সেটাই দেখার বিষয়। ড. দেবপ্রিয় বলেন, কেবল বাস্ত বায়নই নয় এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের মানও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। আবার এই পরিমাণ এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষমতা সংশিস্ট মন্ত্রণালয়ের আছে কি না সেটাও একটি বড় প্রশ্ন।

মজুরী ও মুদ্রাস্ফীতি ঃ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উলেখ করার বিষয় হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ও খাদ্যপণ্যেই মুল্যস্ফীতি বেশী ঘটেছে। এ কারণে শহুরে এলাকার তুলনায় গ্রামের দুস্থ মানুষই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া, এ বছর ফসলের ফলন ভাল হলেও কেন এর দাম বাড় ল সেটাও দেখার বিষয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানান, দেশে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম আমদানী শুরু হয়েছে। এর একটি ব্যাখা এ রকম হতে পারে যে, বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন ব্যয়বহুল। ফলে একদিকে কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের মুল্য পাচ্ছে না, অন্যদিকে একই পণ্য কম মুল্যে আমদানী হচ্ছে। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি বিশেষ করে জ্বালানি খাতে বিশেষ সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, মুদ্রাস্ফীতি ঘটার বড় কারণ জাহিদাজনিত নয় বরং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্য বৃদ্ধির তথ্য আরো উদ্বেগজনক, কেননা এর তুলনায় মজুরী বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে মজুরী সুচক বৃদ্ধির হার ছিল ১১ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে ৮ শতাংশ।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

অসচ্ছল রোগীদের...................উপড়ের পৃষ্ঠার পর

রেজিষ্টার্ড ডাক্তার দ্বারা পুর্ণকালীন ও খন্ডকালীনভাবে বছরব্যাপী সেবা প্রদান করবে। প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন এই কার্যক্রম ঢাকাসহ প্রতিটি বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে এবং এ মাসের মধ্যেই মিরপুর এবং মানিগঞ্জে চালু করা হবে। সম্প্রতি ঢাকার এফ হক টাওয়ার, ১/১-এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা কেন্দ্র চালু হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে কোম্পানির সহকারী ম্যানেজার দীপন কংকন চক্রবর্তী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) ফেরদাউসুল কবির চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বলা হয়, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে সহায়তা করতে এই চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বাণিজ্যমেলায় এশিয়ান টেক্সটাইল'র নতুন প্রডাক্টের উদ্বোধন

পহেলা জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০০৪ শুরু হয়েছে। এদিন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা বরকত উলা- বুলু এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিঃ-এর নতুন সংযোজিত থ্রী পিচ ও বেডশীট প্রোডাক্টের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে কোম্পানির চেয়ারম্যান আলহাজ মজিবুর রহমানসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, সরকারী-আধা সরকারী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় গৃহনির্মাণ সামগ্রীর সমাহার ॥

বিদেশী বায়াররাও যাচাই বাছাই করছে।

মিজান চৌধুরী ॥ সিমেন্ট জগতে ফ্লাই, এ্যাশ, স্লাগ,লাইম স্টোন মিশ্রিত সিমেন্ট সম্পর্কে ক্রেতাদের পরিচয় ঘটানোর লক্ষে আবুল খায়ের গ্রুপ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় শাহ সিমেন্ট প্যাভিলিয়ন খুলেছে। বিদেশী আমদানিকারকসহ দেশীয় ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদর্শন করা হয়েছে আবুল খায়ের স্টীলের বিভিন্ন ঢেউটিন। নির্মাণশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আকর্ষণ করছে এই প্যাভিলিয়নটি। খোঁজখবর নিচ্ছে অনেকে। যাচাই-বাছাই করছে বিদেশী ক্রেতারাও। বাণিজ্যমেলার প্রধান প্রবেশপথ

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

বিনিয়োগকারীদের আস্থা মিলছেনা.....উপড়ের পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরী বলে তিনি মন্তব্য করেন।
শিল্প উৎপাদান ঃ সিডিপির মুল্যায়নে বলা হয়, ১৯৯৮ সালের বন্যার পর শিল্প উৎপাদন দীর্ঘদিন স্থবির হয়ে থাকার পর সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা উত্তরণ দেখা যাচ্ছে। এ বছর উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। যদিও এবার শিল্প খাতে ব্যাংক ঋণ রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে, পুঁজি যন্ত্রপাতি আমদানীর পরিমাণও বেড়েছে। তবে উলেখযোগ্য বিষয় হল, এবার সকল শিল্প পণ্যের উৎপাদন বাড়লেও একমাত্র কমেছে পাট উৎপাদন সুচক। আদমজী মিল বন্ধ করে দেয়ায় এই প্রবণতা আরো প্রকট হয়েছে। একমাত্র পাটই এখন দেশের উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধিকে পেছনে টেনে রেখেছে। কেননা এখনও উৎপাদন খাতে পাটের গড় ভারিত্ব হচ্ছে ১৪ শতাংশ।
এছাড়া ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচর্য বলেন, কেবল উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি বাণিজ্যে টিকে না থেকে দেশকে পণ্য বহুমুখীকরণের দিকে যেতে হবে, বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যাওয়া ও বেসরকারীকরণ কমিশনের ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার প্রেক্ষপটে দেশে এই কমিশনের আর দরকার আছে কিনা, সেটাও দেখার বিষয়।

খুনীদের গ্রেফতার না করলে কঠোর আন্দোলনে নামবে ব্যবসায়ীরা

পুরনো ঢাকায় ব্যবসায়ী নেতা জন সিরাজী ও হুমায়ুন কবির হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে তারা পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। তারা বলেন, হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলে সকল পর্যায়ের দোকান মালিকদের সঙ্গে নিয়ে দেশব্যাপী কঠোর আন্দোলন কর্মসূচীর ডাক দেয়া হবে। এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এই দু'টি হত্যা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, দেশে একের পর এক ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কোন প্রতিকার করতে পারছে না। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সন্ত্রাসীদের বুকের পাটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায়

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলায়...........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

দিয়ে ঢোকার পর হাতের ডানে ৭ নম্বর মিনিপ্যাভিলয়নটি হচ্ছে শাহ সিমেন্টের। অত্যাধুনিক জার্মান প্রযুক্তি, সর্ববৃহত একক বল মিল, স্বয়ংক্রিয় মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা,নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি, সর্বক্ষণিক বিদেশী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নিজস্ব সরবরাহ ব্যবস্থা, বিভিন্ন ছবি প্যাভিলয়নের বাইরে এবং ভিতরে প্রদর্শন করা হয়েছে। ক্রেতাদের উদ্দেশে একই সঙ্গে ইমেজ ডিসপে-করা হচ্ছে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম। রাজধানীবাসীর জন্য বাড়ি বাড়ি পৌছে দেয়া ফ্রী ব্যবস্থাসহ শাহ সিমেন্টের ব্যাগের দাম রাখা হচ্ছে ২১৫ টাকা। শাহ সিমেন্টের ট্রেনিং অফিসার হাবিব জানান, জনপ্রিয়তার শীর্ষে শাহ সিমেন্ট ব্রান্ডের পরিচিতি,প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে মেলায় অংশগ্রহণ। ফলে যাঁরা পরিচিত নন, নতুন করে পরিচিতি হবার সুযোগ রয়েছে তাদের। বিশেষ করে নির্মাণশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য এটি গুরুত্ব বহন করবে। এ ছাড়া বাড়ি নির্মাতাদের জন্য শাহ সিমেন্ট ব্যবস্থা করেছে নির্মাণ কনসালটেন্সি ।

যেখানে থাকছে জমি নির্বাচন, নক্সা অনুমোদন, নির্মাণ সামগ্রী নির্বাচন, সয়েল টেস্ট, অর্থসংস্থান, ফিনিশিং ওয়ার্ক, বাড়ির পরিকল্পনা নক্সা প্রনয়ন, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন , রাজমিস্ত্রি, নির্বাচন, কস্ট এস্টিমেশন, ইনটেরিয়র ডেকোরেশন। এই সুযোগ করতে হবে শাহ সিমেন্ট অফিসে। ওই প্যাভিলিয়নের অপর পাশে প্রদর্শন করা হয়েছে ১৮ প্রকার থিকনেসের আবুল খায়ের স্ট্রীলের ঢেউটিন। এখন আর গরু মার্কা,সিআর কয়েল, জিপ কয়েল , জিপি শীট, ঢেউটিনসহ সকল পণ্য তোলা হয়েছে প্যাভিলিয়নে। দশমিক ২১৬ থেকে দশমিক ৫০ এমএম ঢেউটিন সর্বনিম্ন ৮শ' থেকে ৩ হাজার টাকা মুল্য ধরা হয়েছে। তবে এটা শুধু নগরবাসীর জন্য । ঢাকার বাইরে বহন খরচ যুক্ত হয়ে দাম ওঠা-নামা করবে। ঢেউটিনের ক্ষেত্রে মেলায় নতুন সংযোজন হয়েছে টিনের মটকা রিজিং । বর্তমানে এই টিন দুবাই , গিনি, ঘানা, সিয়েরা লিওন, সেনেগাল উগান্ডা, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুরে রফতানি করা হচ্ছে। 'দশের গর্ব দেশের গৌরব' এই নিয়েই বাজারজাত করা হচ্ছে পণ্যসমুহ , আবুল খায়ের স্টীল ব্র্যান্ড অফিসার মোজাফফর হোসেন স্বাধীন জানান, রফতানিযোগ্য পণ্য বিশেষ করে বিদেশী বায়ারাদের টার্গেট করা হয়েছে। ইতোমধ্যে থাই প্রকৌশলী দেখে গেছেন। ফ্যাক্টরী পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছে।

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

খুনীদের গ্রেফতার না করলে...........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ীরা বার বার উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, আর কোন ব্যবসায়ীর অপঘাতে মৃত্যু বরদাশ করা হবে না। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান আমির হোসেন খান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আকতারুজ্জামান মঞ্জু, মহাসচিব এসএ কাদের কিরণ, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি হেলাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ কাদের মনা। এদিকে আন্দোলন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভা আহ্বান করা হয় ।

উদ্ধার হলেন না জামাল চৌধুরী

২৪ জুলাই চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব জামাল উদ্দিন আহমদকে চক-বাজারস্থ তার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ী ফেরার সময় অপহরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে জামাল উদ্দিনের পরিবার অপহরণকারীদের ২৫ লাখ টাকা দিয়েও তাকে ছাড়াতে সক্ষম হয়নি। এই দিকে প্রশাসনও জামাল উদ্দিনকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলে জনমত বিক্ষুব্ধ হয়। সরকারও ব্যর্থতার দায় চট্টগ্রাম পুলিশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম পুলিশে শুদ্ধি অভিযান করা হয়। তবে এত কিছুর পরেও জামাল উদ্দিন আহমেদকে আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অর্থমন্ত্রীর সাথে মিল মালিকদের বৈঠক
স্টিল ও রি -রোলিং শিল্প'র জন্য সুপারিশ প্রণয়নে এফবিসিসিআইকে দায়িত্ব প্রদান।

স্টিল ও রি-রোলিং শিল্পের সমস্যাদি নিরসনে সুপারিশ প্রনয়নের জন্য এপেক্স ট্রেড বডি এফবিসিসিআইকে দায়িত্ব দেয়া হয়। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন, সবাই মিলে বসে কয়েকদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে। গত ৪ জানুয়ারি এনইসি সম্মেলন কক্ষে স্টিল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ তাদের সমস্যা নিয়ে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করেন। এতে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ, এফবিসিসিআই সভাপতি

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলায়...........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

চায়না বায়ার যাচাই-বাচাই করে গেছে। গুণগত মানের দিক ঠিক রেখে সঠিক মাপ সঠিক ওজন দেয়া হচ্ছে, যেন দেশী ক্রেতাসহ বিদেশী বায়ার প্রতারিত না হয়। শাহ সিমেন্ট প্যাভিলিয়নের বাইরে মুভি ডিসপের মাধ্যমে শাহ সিমেন্ট ও ঢেউটিন প্রদর্শন করা হচ্ছে।

এমএস রডের দাম কমাতে কিছু সিদ্ধান্ত

এমএস রডের উৎপাদন চাঙ্গা এবং দাম কমিয়ে আনতে রাজস্ব বোর্ড কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমএস রড উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল স্ক্র্যাপ ভেসেলের আমদানি শুল্ক প্রায় ১৫ শতাংশ হ্রাস করে ২৩ দশমিক ৬২ শতাংশে পুননির্ধারণ করা হয়েছে। আগে এই খাতে আমদানি শুল্ক ছিল ৩৯ দশমিক ২৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে স্ক্র্যাপ ভেসেলের দুস্প্রাপ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে এমএস রড উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যথা লিরোলেবল স্ক্র্যাপ ও বিলেটের সর্বমোট করভারও একই হারে পুননির্ধারণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই তথ্য দিয়ে আরও জানিয়েছে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড, অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় এবং সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রাজস্ব বোর্ড বলেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে স্ক্র্যাপ ভেসেলের মূল্য টনপ্রতি শুল্কায়নের জন্য নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য ১২৫ মার্কিন ডলারের চাইতে অনেক বেশি বলে আমদানিকারকরা অবহিত করেছেন। নিম্নতর ট্যারিফ মূল্যের কারণে উচ্চতর মূল্য দেখিয়ে ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা ও জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এজন্য তারা ট্যারিফ মূল্য পুননির্ধারণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সে অনুযায়ী সরকার স্ক্র্যাপ ভেসেলের টনপ্রতি ট্যারিফ মূল্য ১২৫ ডলারের স্থলে ২০০ ডলারে পুননির্ধারণ করেছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে এমএস রড উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আরোপের লক্ষ্যে প্রতিটনের ট্যারিফ মূল্য ৪০০০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। এমএস রডের মূল্য কমিয়ে আনতে বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য টনপ্রতি ৪০০০ টাকার স্থলে ১ হাজার ৫০০ টাকা পুননির্ধারণ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর সাথে মিলমালিকদের.........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

আবদুল আউয়াল মিন্টুসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য ও শিল্প মনস্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কনকর্ডের পুরস্কার বিতরণ

কনকর্ড গ্রুপের পরিচালক শাহরিয়ার কামাল উইঐ প্রপার্টি ফেয়ার-২০০৩ উপলক্ষে এপার্টমেন্ট ক্রয়ের জর্ন বুকিং প্রদানকারী সম্মানিত ক্রেতাদের মাঝে সোমবার পুরস্কার হিসাবে 'মাইক্রো ওয়েভ ওভেন'বিতরণ করেন। উক্ত পটুরস্কার বিতরণের পর নতুন ক্রেতাদের সঙ্গে কনকর্ড কর্তৃপকেঋষর একটি সংকিঋসপ্ত মহতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শাহরি"য়ার কামাল উইঐ প্রপার্টি ফেয়ার ২০০৩ উপলক্ষে ক্রেতাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনা এবং কনকর্ডের প্রতি অপরিসীম আস্থা দেখানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সন্তোষ প্রাকাশ করেন। উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কনকর্ড রিয়েল এস্টেট এর মহাব্যবস্থাপক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, সহকারী মহাব্যবস্থাপক সাবিবর হোসেন খান, উর্ধ্বতন ম্যানেজার মিসেস শিলা ইমরান ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ।

সিলেট চেম্বার'র নতুন নির্বাহী কমিটি

সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক নির্বাচনে ২০০৪ সালের জন্য মোঃ মহিউদ্দিন সভাপতি , শাহ আলম সিনিয়র সহ-সভাপতি, ও জিয়াউল হক সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৩১ ডিসেম্বর চেম্বার ভবনে সিলেট চেম্বারের ২০০২-০৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান শাহীন নির্বচনী ফলাফল ঘোষণা করেন । নির্বাচনে পরিচালক পদে অর্ডিনারী শ্রেনী থেকে আব্দুর রাজ্জাক আদমজী, বুলুন মাহমুদ খান, ফটিক চন্দ্র সাহা, মাজহারুল আসলাম ডালিম, এসোসিয়েট শ্রেণী থেকে মোঃ দিলওয়ার হোসেন, আলা বক্স গ্রুপ থেকে এস, এম ইসমাইল, মোঃ আবুল ফজল ও টাউন এসোসিয়েশন থেকে এম, এস সেকিন চৌধুরীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। সভায় এম, আহমদ এন্ড

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

পুতুল নেবে পুতুল

যতই দিন যাচ্ছে শিশুদের পছন্দের তালিকার যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মজার সব জিনিস। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাপেট এবং নানন ধরনের ডল। এসব ডলের মধ্যে বার্বি ডল পছন্দের শীর্ষে। এ ছাড়া কাপড়ের তৈরি পুতুল শিশুদের এমনকি বড়দের কাছেও প্রিয়। তুলতুলে এসব পুতুলএখন ড্রইংরুম, বেডরুমের সঙ্গী। এসব পুতুল দেখতেযেমন সুন্দর দামও তেমনি হাতের কাছে। বিয়ার,মাঙ্কি, টাইগার, হাতি, নানান সব পরিচিত পশু ও পাখির অবয়বে তৈরি করা হয় এসব পুতুল। সাদা ও সাদা-কালো কম্বিনেশনে তৈরি করা হয় বিয়ারগুরো। ছোটগুলোর দাম ৬৫ টাকা থেকে শুরু। সুন্দর বকড় বিয়ারে দাম ১৬৫০ টাকা পর্যন্ত। পুতুল হিসাবে মাঙ্কি খুবই জনপ্রিয়। সাদা,কালো, ধূসর, ঝুলন্ত বানর, নরমাল পাপেট, নানান ডিজাইনের লেজযুক্ত এসব মাঙ্কি ডলের দাম ২৫০-৫৫০ টাকা। ছোট, বড় নানান ধরনের বাঘ এসেছে। সাদা, ডোরাকাটা টাইগার ডলগুলোর দাম ৩৫০ টাকা থেকে শুরু করে ৯৫০ টাকা। সান ফ্লাওয়ার ডল কেন্ডিগুলো ছোট, বড়, পেটমোটা, নানানভঙ্গির এই ডলগুলোর দাম ২৫০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকা পর্যন্ত।

টুইটি ডলগুলো দেখতে বার্বি ডলের মতো। দাম ৬০-৭৫০ টাকা। বার্থডেকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে নানান ডিজাইনের মিউজিক ডল। মামিম , হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ অথবা পরিচিত সব জনপ্রিয় মিউজিক দিয়ে তৈরি এ ডলগুলোর দাম ৩৩০ টাকা থেকে শুরু করে ৮৫০ টাকা। পরিচিত পুতুলের আদল থেকে কিছুটা আলাদা বার্বি ডর। সারা বিশ্বের শিশুদের প্রিয় পুতুল এটি। এ ডলগুলো বসালে বসতে পারে। এ ডলগুলোর দাম ১৬৫ টাকা থেকে শুরু করে ৯৫০ টাকা পর্যন্ত। তবে বার্বির বাড়িঘরসহ অরিজিনাল বার্বির দাম পড়বে চার হাজারের মতো। আজও শিশুরা পুতুল পেলেই বেশি খুশি। পুতুল তাদের কাছে প্রিয় বন্ধু।

সিলেট চেম্বারের..................উপড়ের পৃষ্ঠার পর

কোং কে ২০০৩-০৪ সালের জন্য নিরিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চেম্বার সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন। বক্তব্য রাখেন সিলেট চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি এম,এ, রাজ্জাক চৌধুরী, প্রাক্তন সিনিয়র সহ সভাপতি এম, মুহিবুর রহমান, নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহ আলম, নব-নির্বাচিত পরিচালক এম, এস, সেকিন চৌধুরী, মোঃ হিজকিন গুলজার, প্রাক্তন পরিচালক আবু বকর হিরন, সদস্য আজিজুর রহমান, এডভোকেট মুহিবুর রহমান চৌধুরী, মঈনুল হক , আব্দুল জব্বার ও আতাউল করিম।

খলিলুর রহমান
কে ডি এস গ্রুপ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক

রপ্তানি বাণিজ্য উলেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৯৯-২০০০ সালের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পাচ্ছেন কেডিএস গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ। জাতীয় অর্থনীতিতে কেডিএস গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি এ নির্বাচন। এ উপলক্ষে প্রেরিত এক পত্রে কেডিএস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব খলিলুর রহমান ও কেডিএস গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজকে অভিনন্দন জানিয়েছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। আগামী ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে কেডিএস গ্রুপের কাছে এ ট্রফি হস্তান্তর করা হবে।

স্যামসাং মোবাইল ফোনের পরিবেশক
নিযুক্ত হলো ইলেক্ট্রা

বাংলাদেশ স্যামসাংয়ের হোম এ্যাপায়েন্স সামগ্রীর একমাত্র পরিবেশক দেশের খ্যাতিসম্পন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে স্যামস্যাং মোবাইল ফোনের একক পরিবেশক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে স্যামসাং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কেএসাকিম ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্যামসাং ডিজিটঅল সেলিব্রেশন ২০০৪ উপলক্ষে তাঁর সম্প্রতি সফরে এ ঘোষণা করেন।
ইলেক্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রা টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড ও তাদের দেশজুড়ে বিস্তৃত পরিবেশক নেটওয়ার্ক ও নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রসমুহের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফোন অপারেটরদের

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

তারকা ১৩ শিল্পীর গান নিয়ে
ভিসিডি 'ওয়েলকাম ২০০৪' বাজারে

সাউন্ডটেক পরিবেশিত ১৩ তারকা শিল্পীর ১৩টি গান নিয়ে নতুন ভিসিডি 'ওয়েলকাম ২০০৪' বাজারে এলো। গ্রন্থনা ও পরিকল্পনা আহমেদ রিজভী। ভিডিও নির্দেশনা জে আলম সুমন। ভিসিডিতে রয়েছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ, এন্ড্রু কিশোর, মনির খান, ডলি সায়ন্তনী, আতিক হাসান, রিজিয়া পারভীন, রবি চৌধুরী, ইথুন বাবু, মিনু, পিয়াল হাসান, পলাশ, এসডি রুবেল ও শাহাবুদ্দিন নাগরীর গান। গানগুলো হচ্ছে 'কাঁদবো না আমি', 'আমার বুকের', 'বড় ব্যাথা', 'বান্ধিলে মন', মৌসুমী ভালবাসি আমি', 'এই আছি বেশ', 'কে বলে তুমি নাই', 'সাক্ষী দেবে', 'যে বাতাসে', 'বড় দেরি', 'আমারই ছিলে', 'কত অনুশোচনা' ও ভালবেসে জ্বলতেই হয়'।
সাউন্টটেক কর্তৃপক্ষ জানায়, ওয়েলকাম ২০০৪' ভিসিডি ইতোমধ্যে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। রাজধানী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ চলছে। ভিসিডির গানের কথা ও সুরের সঙ্গে দৃশ্যায়নগুলো অপুর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

ইনস্পেটা গত বছর
৩৩টি নতুন ওষুধ বাজারজাত করেছে

দেশের অন্যতম বৃহৎ ওষুধ কোম্পানী ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল গত বছর ৩৩টি নতুন ওষুধ বাজারজাত করেছে। যার মধ্যে ১৮টি ওষুধ বাংলাদেশে প্রথম এনেছে কোম্পানীটি। তারা বহুজাতিক ও দেশীয় কোম্পানীর মধ্যে ৮ম স্থানে রয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত সম্মেলনে এ তথ্য জানান কোম্পানীর ব্যবস্থপনা পরিচালক ফার্মাসিস্ট আব্দুল মুক্তাদির। অনুষ্ঠানে বাণিজ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ক পরিচালক হাসনিন মুক্তাদির, কর্মকর্তা গোলাম রহমান, মনোয়ার হোসেন, ডাঃ ই এইচ আরেফিন আহমদ, এহসান আজিজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন । সম্মেলনে আব্দুল মুক্তাদির বলেন, মাত্র ৪ বছরে ওষুধ শিল্পে ৮ম স্থান অর্জন কোম্পানীর জন্য এক অভাবনীয় সাফল্য । তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ওষুধ রপ্তানির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

স্যামসাং মোবাইল ফোনের............উপড়ের পৃষ্ঠার পর

সংযোগসমূহ বাংলাদেশে বাজারজাত করবে।
এ উপলক্ষে স্যামসাং মোবাইল ফোনের পরিবেশক সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রতি স্যামসাংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী কর্মকর্তা কেএসকিম ইলেক্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল ও ইলেক্ট্রা টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকিউলাহ সহিদের কাছে হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এজেন্টদের ব্যবসায়িক সফলতা

ভারতের জাতীয় এয়ারলাইন্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে তাদের এজেন্টদের ব্যবসায়িক স্ফলতার জন্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি দিয়েছে। বুধবার সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৫ এজেন্সিকে বিশেষ পুরস্কার এবং আরও বেশ কয়েকটিকে ফুলেরল অভিনন্দন জানানো হয়। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার বীনা সিক্রি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে সুসম্পর্কের মুল কথা, সুতরাং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে তাদের ফ্লাইট সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তিনি জানান, হাই কমিশন থেকে প্রতিবছর ৫ লাখ ভিসা ইস্যু করা হয় এবং এ সব বাংলাদেশী লেখাপড়া, ব্যবসাসহ নানা কাজে ভারত সফর করে। এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ালে আরও বেশিসংখ্যক মানুষ এ সুবিধা নিতে পারবে। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক বালাকৃষ্ণান বলেন, ট্রাভেল এজেন্সীগুলো তাদের চাহিদা জানালে তার ভিত্তিতে এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার জিসি বিশ্বাস, আঞ্চলিক সেলস ম্যানেজার মিনাক্ষী মলিক। ব্যবসায়িক সফলতার জন্য যে ৫ এজেন্সিকে পুরস্কৃত করা হয় সেগুলো হলো এভিয়া মোস্ট, ভিক্টরী ট্রাভেলস, পদ্মা ট্রাভেলস, এসবি আগা এ্যান্ড কোং এবং এনএম এক্সপ্রেস।

নাদের খান প্রাইম ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান

পেডরোলো গ্রুপ অব কোম্পানীজের চেয়ারম্যান মোঃ নাদের খান সম্প্রতি প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

ইনফোরেভ লিমিটেড'র সঙ্গে সিটিসেল'র চুক্তি সই

সিটিসেল সম্প্রতি ইনফোরেভ লিমিটেডের সঙ্গে এসএমএস পুশ-পুল সার্ভিসের একটি চুক্তি সই হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় ইনফোরেভ লিমিটেড সিটিসেলকে এসএমএস পুশ পুল সার্ভিস সিটিসেলকে এসএমএস পুশ-পুল সার্ভিস প্রদানে সহায়তা করবে।

ইনফোরেভ লিমিটেডের সহায়তায় সিটিসেল তাদের পুশ-পুল সার্ভিসে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারবে। এর ফলে পুশ-পুল নির্ভর এসএমএস সংবাদ, চলতি ক্রীড়া সংবাদ, মিসড কল এ্যালার্ট, স্টক এক্সচেঞ্জ সংবাদ, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট, ই-মেইল এলার্ট ইত্যাদিসহ আরও বেশ কিছু সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে। খুব শীগ্রই এ বিশেষ সার্ভিসগুলো চালু হবে। ইনভোরেভ এ সার্ভিসগুলোর বিষয়বস্তু তৈরি করবে আর সিটিসেল তা পৌছে দেবে তাদের গ্রাহকদের কাছে। সিটিসেলের সহসভাপতি মোঃ ফরহাদ আলম এবং ইনভোরেভ লিমিটেডের পরিচালক ও সিইও মুজতবা সাত্তার অনন্ত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিটিসেলের ফারজানা মুকতাদির আব্রাহাম কায়কোবাদ এবং ইনফোরেভ লিমিটেডের এসএম ইকবাল, শরফউদ্দিন ও সাবরিনা আকতার।

এপির বিজ্ঞাপনকর্ম সম্পাদনে এ্যাডকমের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

এপি (ঢাকা) লিমিটেড এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থা এ্যাডকম লিমিটেডের মধ্যে 'এপি'র বিজ্ঞাপনকর্ম সম্পাদনে গত ২২ জুন এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে এ্যাডকম লিমিটেড এপি (ঢাকা) লিমিটেডের পণ্য 'এপি মধু' ও অন্যান্য ভেষজ সামগ্রীর বিজ্ঞানকর্মে নিয়োজিত থাকবে। কোম্পানি দু দিটর মধ্যকার এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেন এপি (ঢাকা) লিমিটেডের চেয়ারম্যান রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল, ভাইস চেয়ারম্যান রাজী মোহাম্মদ ফখরুল, ব্র্যান্ড ম্যানেজার ফারজানা কামাল এবং সেলস এ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজার সালাউদ্দীন চৌধুরী। এ্যাডকম লিমিটেডের পক্ষে অংশ নেন ডিএমডি নাজিম ফারহান চৌধুরী, ব্রান্ড সার্ভিস ডিরেক্টর শমিত মাহবুব শাহাবুদ্দিন এবং ব্র্যান্ড সার্ভিস এক্সিকিউটিভ এমএ মারুফ।
জনকণ্ঠ ৪/৭/২০০৪

প্রাইম ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলীর সভায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জনাব খান ১৯৬৩ সালে তার ব্যবসা জীবন শুরুর মাধ্যমে ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বীমা তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সেবা, সিকিউরিটিজ, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি লায়ন্স এর ভূতপূর্ব ডিস্ট্রিক গভর্নরসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত আছেন।

ইএমসির ইনফরমেশন স্টোরেজ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে গ্রামীণফোন

বাংলাদেশের প্রধান টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন লিমিটেড সম্প্রতি বিশ্বের নেতৃস্থানীয় তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ইএমসি কর্পোরেশনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।

গ্রামীন ফোন ও ইএমসি কর্মকর্তাদের সৌজন্য সাক্ষাত

এই ব্যবস্থা গ্রামীণফোনের বিল ও ব্যবসাসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণে সহায়ক হবে।
বেশ কিছু তথ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের সমন্বয়ে এই ডাটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডাটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর আগে গ্রামীণফোন হিউলেট প্যাকার্ডের (এইচটি) ডাটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করত।
ইএমসি ঢাকায় গ্রামীণফোনের জন্য স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে ডাটা সংহতকরণ, কেন্দ্রীয় ব্যাকআপ, রেপিকেশন ও রিকভারির কাজ করা যাবে। ইএসির স্টোরেজ সলিউশন গ্রামীণফোনের তথ্যসম্পদকে একটি ব্যবস্থায় সংহত করতে সহায়ক করেছে, যা বাধাহীন মোবিলিটি ও বিভিন্ন

অবশিষ্টাংশ নিচের পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ-চীন যৌথ উদ্যোগে প্রথম ফাস্টফুড এ্যান্ড হোলসেল শপ

দেশের শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান হাসান এ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস লিঃ (হাল) এবং চীনের জিনডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেডের যৌথবিনিয়োগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো একটি ফাস্টফুড এ্যান্ড হোলসেল শপ স্থাপন করা হচ্ছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে হাল ও জিনডিংয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

হাল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জিনডিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

হালের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান এবং জিনডিংয়ের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিও হুই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হালের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাইমুল হাসান এবং জিনডিংয়ের পরিচালক ডেং জিং চেং। উল্লেখ্য, ফাস্টফুড এ্যান্ড হোলসেল শপটি ঢাকার মগবাজারস্থ হাল মার্সে স্থাপন করা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ ১৮ জুলাই ২০০৪

নতুন পারটেক্স বোর্ড এখন বাজারে

পারটেক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠান পারটেক্স ল্যামিনেটস লিমিটেড ‘মেলামাইন ফেইসড চিপ বোর্ড’ নামে নতুন পারটেক্স বোর্ড বাজারজাত করেছে। জার্মানির স্টেট অব দি আর্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে আটটি ভিন্ন রংয়ে বোর্ডটি বাজারজাত করা হয়েছে। বোর্ডটি আর্দ্রতা, তাপ, বাষ্প, আঁচড়া, রাসায়নিক পদার্থ, দাগ ও পানি প্রতিরোধী। মেইনটেইন্যান্স ফ্রী, রং ও পালিশ করার ঝামেলা নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪

ইএমসির ইনফরমেশন...........উপড়ের পৃষ্ঠার পর

এ্যাপলিকেশনের সঙ্গে ডাটা ব্যবহার সুবিধাজনক করবে।

গ্রামীণফোন এখন তার সকল পোস্ট পেইড গ্রাহকের বিল একই সঙ্গে তৈরি এবং এমআইএস ও রিপোর্টও দেখতে পারবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে ডাটার শুদ্ধতা এবং পারফরমেন্স শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত হবে। গ্রামীণফোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উলারী বলেন, "গ্রামীণফোনে আমরা সব সময় সুলভে ব্যবসা পারচালনা এবং গ্রাহকদের সেবা প্রদানে প্রযুক্তিকে একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করি। ইএমসির ব্যবস্থা এরই মধ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। কারণ আজকে আমাদের সকল পোস্টপেইড গ্রাহকের জন্য বিল তৈরি হচ্ছে, আর এতে সময় লাগছে আগের ব্যবস্থার এক-তৃতীয়াংশ। আমরা এখন নিশ্চিতভাবেই জানি যে আমাদের তথ্য নিরাপদে এবং হাতের নাগালে আছে। এর ফলে আমরা আরও দ্রুত গ্রাহকদের প্রয়োজন মেটাতে পারব।"

ইএমসি ইন্ডিয়া এ্যান্ডসার্ক-এর কান্ট্রি ম্যানেজার মনোজ চোঘ বলেন, "গ্রামীণফোন তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইএমসিকে নির্বাচন করায় আমরা আনন্দিত। একমাত্র ইএমসিই সম্পূর্ণভাবে ইনফরমেশন স্টোরেজ নিবদ্ধ। বাংলাদেশে গ্রামীণফোনই আমাদের প্রথম বড় গ্রাহক। ইএমসির এই ব্যবস্থা বিল তৈরির ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রামীণফোনকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ইতোমধ্যেই তা কাজ করতে শুরু করেছে।

গ্রামীণফোন তার বিলিং, মেডিয়েশন এবং রেটিং সার্ভারের জন্য ইএমসি ঝুসসবঃৎরী জ উগঢ ২০০০ রিঃয ৩২ স্থাপন করেছে, যা ১৬ পোর্ট ফাইবার অপটিক কেবল দ্বারা সংযুক্ত। এছাড়াও এমআইএস এবং ব্যাকআপের জন্য গ্রামীণফোন ঈখঅজররঙঘ জ ঈঢ ৭০০ ব্যবহার করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪